বসনিয়ার মুসলিমদের গণহত্যার দিনকে স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক দিবসের

সারে-জমিন

মানাল শাহ আল কাদরির ইন্তেকাল

রূপসী বাংলা

নজরুলের লেখনী মেহনতি মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার

সম্পাদকীয়

ওবিসি নিয়ে হাইকোর্টের রায় মানা অসম্ভব: অভিষেক

সাধারণ

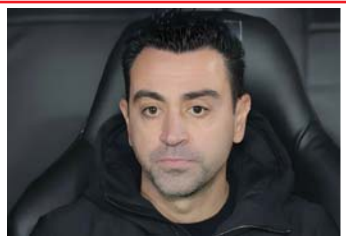

শেষ পর্যন্ত জাভিকে বরখাস্তই করল বার্সেলোনা

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
২৫ মে, ২০২৪
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
১৬ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 141 ■ Daily APONZONE ■ 25 May 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

১২০ কিমি বেগে হানা দিতে পারে ঘূর্ণিঝড় ‘রিমেল’

আপনজন ডেস্ক: আবহাওয়া দপ্তরের ঘোষণা অনুযায়ী রিমেল নামক ঘূর্ণিঝড় ২৪ ঘন্টার মধ্যে আছড়ে পড়বে পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় সুন্দরবন এলাকায়।
সকাল থেকে ফ্রেজারগঞ্জ পোস্টাল থানার পুলিশ, নামখানা থানার পুলিশ গঙ্গাসাগর কোস্টাল, গঙ্গাসাগর থানা, কাকদ্বীপ থানা, হারউডন্ট কোস্টাল, পাথরপ্রতিমা থানা, গোবর্ধনপুর কোস্টাল এবং সুন্দরবন উপকূলীয় থানার প্রশাসনের সঙ্গে নিয়ে সিভিল ডিফেন্স এর কর্মীরা প্রচার শুরু করলেন।
ইতিমধ্যে সুপার সাইক্লোন রিমেল বাংলাদেশের খেপি পুরা থেকে ৮০০ কিমি দূরে ও ক্যানিং উপকূলবর্তী থেকে ৮১০ কিলোমিটার দূরে মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।
২৬ এপ্রিল সন্ধ্যেবেলা ক্যানিং উপকূলবর্তী এলাকায় ঘন্টায় ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটার বেগে রিমেল আছড়ে পড়বে।

ওবিসি রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাব: মমতা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সাগর
হাসান লস্কর ● মথুরাপুর

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার ঘোষণা করেছেন যে ২০১০ সাল থেকে রাজ্যে জারি করা সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করে কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তার সরকার উচ্চ আদালতে যাবে।
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগরে এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, গরমের ছুটির পর এই নির্দেশের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার উচ্চতর আদালতে আবেদন করবে।
তিনি বলেন, “ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিলের নির্দেশ আমরা মানি না। গরমের ছুটির পর আমরা উচ্চতর আদালতে লড়ব। বুধবার কলকাতা হাইকোর্ট ২০১০ সাল থেকে রাজ্যের বেশ কয়েকটি শ্রেণির ওবিসি মর্যাদা অবৈধ বলে খারিজ করে দেয়। লোকসভা ভোটের মাঝখানে রাজনৈতিক বিতর্কের সূত্রপাত। আদালতের পর্যবেক্ষণ, অনগ্রসর শ্রেণির তালিকায় ৭৭ শ্রেণির মুসলিমদের অন্তর্ভুক্তি তাদের ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবে গণ্য করা। আমি আদালতকে সম্মান করি, কিন্তু কয়েকজন বিচারপতি কেবল বিজেপি এবং সিপিএমের নির্দেশ মেনে চলছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচকদের কাছে অনুরোধ করেছেন, “তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া বিজেপি বা অন্য কোনও দলকে একটিও ভোট দেবেন না, যাতে ইন্ডিয়া ব্লক কেন্দ্রে সরকার গঠন করতে পারে”।
তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকার খর্ব করতে বিজেপি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু করার পরিকল্পনা করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হজযাত্রীদের পরিবারকে বিচক্ষণতার সাথে ভোট দেওয়ার আবেদন করেছিলেন, কারণ “ইউনিফর্ম সিভিল কোড এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) প্রয়োগ নাগরিকদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে”। মমতার অভিযোগ, বিজেপি সন্দেশখালিতে মহিলাদের অসম্মান করা, দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়া, পিছিয়ে পড়া শ্রেণির সংরক্ষণ ও কর্মসংস্থানের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে।
তৃণমূল সুপ্রিমোর অভিযোগ, গেরুয়া শিবির মানুষকে ‘বিভ্রান্ত’ করতে বিজ্ঞাপন চালাচ্ছে।
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার দেশের শীর্ষ নেতার নাম না করলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘ঈশ্বর প্রেরিত’ মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন।
এদিন মথুরাপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা দাবি করেন, “নিশ্চিত নির্বাচনে পরাজয়ের ফোবিয়ার মুখোমুখি হয়ে বিজেপি নেতারা এমন সব কথা বলছেন, যার কোনও মানে হয় না”।
কটাক্ষের সুরে মমতা বলেন, “উনি এখন নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলছেন। তিনি দাবি করেন যে, আমাদের মতো তার জৈবিক পিতামাতা নেই। তিনি বলেন, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন। আমি জানতে চাই, ঈশ্বর কি কাউকে পাঠাচ্ছেন দাঙ্গা বাধানোর জন্য বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মিথ্যা প্রচার করতে বা এনআরসি প্রক্রিয়ার নামে মানুষকে জেলে পাঠাতে? ঈশ্বর কি সিএএ-র নামে গুন্ডামিকে মদত দিতে বা ১০০ দিনের কাজের জন্য তহবিল বন্ধ করতে বা গ্রামীণ বাড়ি তৈরি হতে বাধা দেওয়ার জন্য তাঁর দূত পাঠান? ঈশ্বর কি মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থেকে ফিরে যান? ঈশ্বর এমন কাজ করতে পারেন না।
একটি জাতীয় টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মোদী বলেন, “যতদিন আমার মা বেঁচে ছিলেন, ততদিন আমি ভাবতাম আমি জৈবিকভাবে জন্মেছি। তার মৃত্যুর পর, যখন আমি আমার অভিজ্ঞতার দিকে তাকাই, তখন আমি নিশ্চিত হই যে আমি ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হয়েছি। এই শক্তি আমার শরীর থেকে নয়। এটা ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন। এজন্য ঈশ্বর আমাকে এটি করার ক্ষমতা, শক্তি, বিশুদ্ধ-হৃদয় এবং অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আমি ঈশ্বর প্রেরিত একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নই।

বুলডোজারে মুসলিমদের বাড়ি ভাঙার দায়ে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হল অসম সরকার

আপনজন ডেস্ক: থানায় বিক্ষোভের জেরে মুসলিমদের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিয়েছিল অসম সরকার। কিন্তু গুয়াহাটি হাইকোর্টের নির্দেশে অবশেষে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হল হিমন্ত বিশ্বশর্মা সরকার।
অসমের নগাঁও জেলায় এক মাছ ব্যবসায়ীর ‘হেফাজতে’ মৃত্যুর প্রতিবাদে পুলিশ স্টেশনে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পর মুসলিম পরিবারগুলোর বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তার জেরে ২০২২ সালের ২১ মে পাঁচ জন মুসলিমকে বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেয় প্রশাসন। সেই ভেঙে ফেলার জন্য গুয়াহাটি হাইকোর্টের নির্দেশে ওই পাঁচজনকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।
ভুক্তভোগীদেরদের আইনজীবী জুনায়েদ খালিদ জানিয়েছেন, স্বতঃপ্রণোদিত জনস্বার্থ মামলার বিষয়ে রাজ্য সরকার গুয়াহাটি হাইকোর্টকে জানিয়েছে যে পাঁচজনকে মোট ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে, একজনকে এখনও দেওয়া বাকি রয়েছে। নগাঁও জেলার বাতাদ্রাভায় প্রশাসন বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া দুটি পাকা বাড়ির জন্য ১০ লক্ষ টাকা এবং পাঁচটি কাঁচা আবাসনের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা করে দিয়েছে সরকার।
ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তরা হলেন ইনামুল হক, হিফজুর রহমান, মজিবুর রহমান, রফিকুল ইসলাম, আক্কাস আলী ও নিহত ব্যক্তির বৈধ উত্তরাধিকারী সফিকুল ইসলাম।
বৈধ উত্তরাধিকারী সনদ না পাওয়ায় সফিকুল ইসলামের স্ত্রীকে পাওনা পরিশোধ বন্ধ রাখা হয়েছে।
সফিকুল ইসলাম (৩৯) নামে স্থানীয় এক মাছ ব্যবসায়ীর হেফাজতে মৃত্যুর পর বাতাদ্রাবা থানায় আগুন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা।
এর একদিন পর ভবনের নিচে লুকিয়ে রাখা অস্ত্র ও মাদকের সন্ধানে সফিকুল ইসলাম ও তার আত্মীয়-স্বজনসহ সাতটি বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয় জেলা প্রশাসন।
২০২২ সালের নভেম্বরে, তৎকালীন গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আর এম ছায়া আসাম সরকারকে তার পদক্ষেপের জন্য তিরস্কার করেছিলেন এবং বলেন আপনারা কি ভাবছিলেন যে আগামীকাল আপনার কিছু দরকার, আপনারা আমার আদালত কক্ষটি খনন করবেন। প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন,আপনি এটা কিভাবে করতে পারেন? তদন্তের আড়ালে কারও বাড়ি ভাঙচুর করা হলে তা নিরাপদ নয়। আদালত জোর দিয়ে বলেছে, কোনও এজেন্সি “অত্যন্ত গুরুতর বিষয়” তদন্ত করলেও “কোনও বাড়ি বুলডোজার চালানো কোনও ফৌজদারি আইনে অনুমোদিত নয়। বিচারপতি ছায়া এমনকি বাড়িগুলির বুলডোজারকে একটি “গ্যাং ওয়ার” এর সাথে তুলনা করেছিলেন এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগকে তাদের তদন্ত চালানোর আরও ভাল উপায় খুঁজে বের করতে বলেছিলেন।

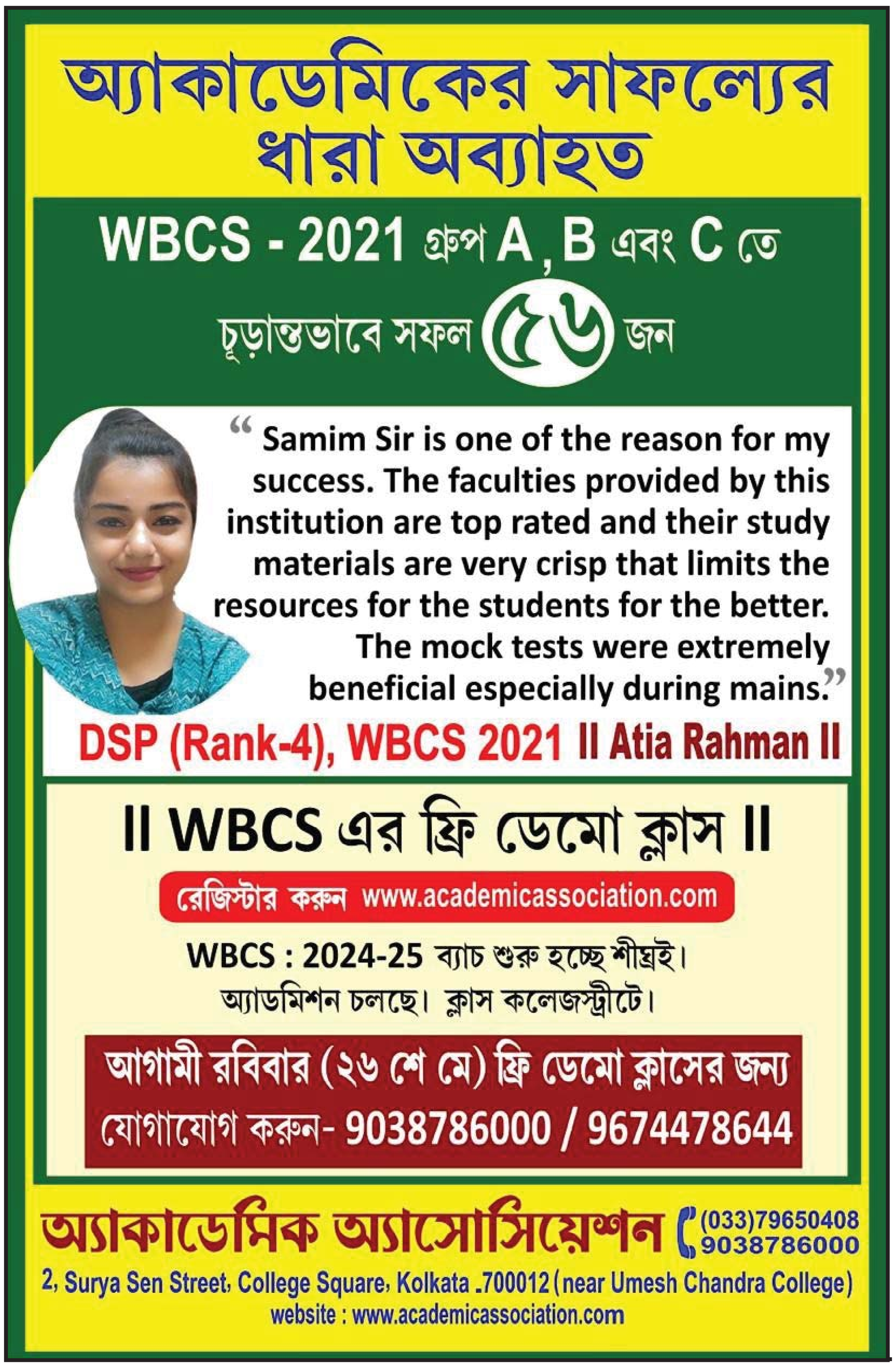

প্রথম নজর

মানাল শাহ আল কাদরির ইন্তেকাল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সুফি সাধক, উজবেকিস্তানে নিযুক্ত ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এবং মেদিনীপুর খানকাহ শরীফের পীর সাহেব আমিরুল মাশায়েখ হজরত প্রফেসর সৈয়দ মানাল শাহ আলকাদেরী কলকাতায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি...)। তিনি ছিলেন পীর হযরত সৈয়েদেনা গাউসুল আজমের ২২তম বংশধর। কাদরি ছিলেন একজন প্রখ্যাত ইসলামী পন্ডিত, দায়রা শরীফ, কলকাতা ও খানকাহ শরীফ এ কাদেরীয়া ও চিশতিয়া পশ্চিম মেদিনীপুরের সাজ্জাদানশীন। ভারত ও বিদেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁর বিপুল সংখ্যক মুরীদ ও ভক্তগন আছেন। তিনি ছিলেন তাঁর পিতা পরম পবিত্র ওলীয়ে কামেল পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রখ্যাত সুফি সাধক কুতুবে বাঙ্গালা হযরত সৈয়দ শাহ গোলাম মুস্তাফা আলকাদেরী রঃ (সাজ্জাদানশীন দরবার শরীফ কলকাতা ও খানকাহ শরীফ মেদিনীপুর)এর প্রিয় সাহাজাদা ও খালিফা এ বরহক। এছাড়া তিনি তাঁর শ্বশুর পরম শ্রদ্ধেয় হজরত পীর জামিন নিজামী সৈয়দ বোখারী রঃ (সাজ্জাদানশীন দরগাহ হজরত নিজামুদ্দিন আওলিয়া রঃ,দিল্লি) এর খালিফা ছিলেন ও নিজের বোনাই বিহারের পীর সাহেব (হজরত শায়েখ শরফুদ্দীন এহিয়া মুনেরী রঃ এর বংশধর) পরম শ্রদ্ধেয় মখদুমজাদা হজরত সৈয়দ ইমাম আহমদ শারাফি রহ. এরও খালিফা ছিলেন। মানাল শাহ মাশায়েখ কাদেরীয়া, চিশতীয়া , ফখরিয়া, সোলেমানিয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, ফিরদৌসিয়া সিলসিলার খেলাফত প্রাপ্ত পীর সাহেব ছিলেন।

মানাল মাহ আল কাদির তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ফারসি বিভাগের প্রধান, কলা বিভাগের ডিন ও স্যার আশুতোষ প্রফেসর আফ ইসলামীক কালচারের পদে দীঘদিন ছিলেন। ১৯৯৬ সালে তিনি পশ্চিম বঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশন-এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হন। ২০০৫ সালে আরবি ও ফারসিতে তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে রাষ্ট্রপতির সম্মানে ভূষিত করা হয়। তিনি পশ্চিম বঙ্গ উর্দু অ্যাকাডেমির ভাইস চেয়ারম্যানের পদে দীর্ঘ ৭ বছর কাজ করেন ও অ্যাকাডেমিকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেন । তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি, ইরান সোসাইটি, কলকাতা মুসলিম এতিমখানা, এর মতো বেশ কয়েকটি মর্যাদাপূর্ণ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন।

ভোটগণনা নিয়ে বৈঠক বালুরঘাট প্রশাসনের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: সুষ্ঠুভাবে ভোটগণনা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে জেলাশাসকের দপ্তরে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করা হয়। বৈঠকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, জেলার পুলিস সুপার চিন্ময় মিত্তাল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মন্ডল, অতিরিক্ত জেলাশাসক হারিস রাশিদ(ভূমি ও ভূমি সংস্কার), শুভজিৎ মন্ডল(উন্নয়ন), বালুরঘাট সদর মহকুমা শাসক সুব্রত কুমার বর্মন সহ অন্যান্য জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা। এছাড়া বিজেপি, তৃণমূল, বাম এবং অন্যান্য দলের তরফে প্রার্থী ও তাঁদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আগামী ৪ জুন গোটা দেশের সাথে বালুরঘাট লোকসভা আসনেও গণনা প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। বালুরঘাট কলেজে চলবে গণনা প্রক্রিয়া। তার আগে মূলত সুষ্ঠুভাবে গণনা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করবার জন্যই এদিন সর্বদলীয় বৈঠকের আহ্বান করা হয়েছিল জেলা প্রশাসনের তরফে। সুষ্ঠুভাবে গণনা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য এদিন সমস্ত দলের কাছে সহযোগিতা চান জেলাশাসক। এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডঃ সুকান্ত মজুমদার বলেন, "গণনাকে কেন্দ্র করে আমরা আমাদের প্রস্তুতি আগে থেকে শুরু করে দিয়েছি। গতবারের তুলনায় এবারে লিড যাতে আরো বাড়ে সেটাই আমাদের লক্ষ্য। জেলা শাসক সব দলের প্রার্থীদের ডেকেছিলেন। তিনি গণনা সম্পর্কিত বিভিন্ন নিয়ম কানুনের বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। সুষ্ঠুভাবে যাতে গণনা হয় সেই বিষয়ে আমরা দাবি রেখেছি।" প্রসঙ্গত, বালুরঘাট লোকসভা আসনে মোট ভোটার ১৫,৬১,৯৬৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার সংখ্যা ৭,৯৮,২১৭ জন, মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৭,৬৩,৬৬৮ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারের সংখ্যা ৮১ জন। মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ছিল ১৫৬৯ টি। এর মধ্যে ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের দিন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন মোট ১২৩৫৩৪০ জন ভোটার।

বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে উদ্ধার বিপুল টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

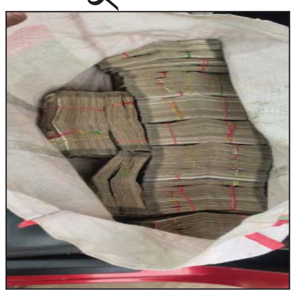

আপনজন: খড়্গপুরের পর দাসপুর। আবারও বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধার। এবার ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায় এর ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে কয়েক লক্ষ টাকা উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভোটের আগের দিন ঘাটালের দাসপুরে বিজেপি নেতার গাড়ির থেকে উদ্ধার ২৪ লক্ষ টাকা। শুক্রবার সকালে দাসপুরের খুকুড়দা নাকা পয়েন্টে যখন গাড়ি চেকিং চলছিলো তখন একটি লাল রঙের গাড়িকে ঘিরে সন্দেহের দানা বাঁধে পুলিশের। গাড়িতে ছিলো দাসপুরের বিজেপি নেতা প্রশান্ত বেরা। গাড়ি খুলে চেকিং করার সময়ে হঠাৎই সামনের সিটে বসে থাকার পায়ের তলায় দেখা যায় একটি ব্যাগে টাকা। তারপরে তাকে গাড়ির থেকে নামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে তিনি বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্ব। উদ্ধার হওয়া টাকার পরিমাণ ২৪ লক্ষ, বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে।

এই ঘটনায় বিজেপিকে নিশানা করতে শুরু করেছে তৃণমূল। শাসকদলের কটাক্ষ, ভোটের আগে এলাকায় টাকা, অস্ত্র ছড়িয়ে সন্দেশখালির মতো গোটা রাজ্যে অশান্তি করতে চাইছেন বিজেপি নেতারা।

তৃণমূলের ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি আশিস হুদাইত বলেন, "বিভিন্ন এলাকায় ভোটারদের ঘুষ দেওয়ার জন্য ওই টাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পুলিশ চেকিংয়ে ধরা পড়ে গিয়েছে।"

পাল্টা শাসকদলের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "যে ভাবে আমার আপ্তসহায়কের বাড়িতে এসেছিল, এটাও সে রকমই এক চক্রান্ত। টাকা, বন্দুক, বোমা বাড়িতে, গাড়িতে ঢুকিয়ে বিজেপি নেতা-কর্মীদের ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অনেককেই মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করা হচ্ছে। হার নিশ্চিত বুঝতে পেরেই এ সব পুলিশকে দিয়ে করাচ্ছে তৃণমূল!"

গরিব মানুষের ৬৯ লক্ষ টাকা মেরে সেই টাকা দিয়ে ভোট কিনছে বিজেপি: মমতা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● ক্যানিং

আপনজন: জমে উঠেছে রাজনৈতিক দলের ভোটের প্রচার। প্রচারের আর কয়েকদিন বাকি। আর শুক্রবার প্রাকৃতিক দূর্যোগকে উপেক্ষা করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিন ২৪ পরগনায় তিনটি জনসভা করলেন। এদিন সাগর, রায়দীঘিতে সভা করে ক্যানিং এর স্টেডিয়ামের মাঠে জয়নগর লোকসভার তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রতিমা মন্ডলকে পাশে নিয়ে জনসভা করলেন। ভোটের মাঝে বারবার বিজেপি নেতাদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। ভোটের ঠিক আগের দিন ঘাটালের দাসপুরের বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে উদ্ধার ২৪ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। এ দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্যানিং এর নির্বাচনী প্রচারমঞ্চ থেকে টাকা উদ্ধারের ঘটনায় তোপ দাগলেন। শুক্রবার তিনি বলেন, আমি পুলিশ-প্রশাসনকে বলব নাকা চেকিং করতে। নির্বাচনের জায়গাগুলোতে গাড়িতে করে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা ঢোকাচ্ছে বিজেপি। আমি প্রশাসনকে বারবার বলব নাকা চেকিং করতে। এদিনের মঞ্চ থেকে বিজেপিকেও একহাত নেন মমতা। গেরুয়া শিবির 'হারাতঙ্ক রোগে' ভুগছে বলেই দাবি তাঁর। মমতার কথায়, "কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক হয়। আর এখানে বিজেপি হারাতঙ্ক রোগে ভুগছে। শুনুন সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবার যদি মোদি ক্ষমতায় আসে, তবে আর কোনও নির্বাচন হবে না। দেশটাকে বিক্রি করে দেবে। যত শীঘ্র বিজেপি সরকারকে সরানো যায়, ততই মঙ্গল। " এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম সভা করে সাগর বিধানসভার সাগর কালী নগরের মাঠে। মথুরাপুরের তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদারকে সামনে রেখে এদিন মমতা সাগরে তৃনমূল উন্নয়নের কাজ, সাগর নিয়ে তাদের পরিকল্পনা তুলে ধরলেন। তিনি এদিন বলেন, সাগরে বিদ্যুত এনেছি আমরা। আগামী দিনে মুড়িগঙ্গার উপর সেতু ও করে দোবো। আমরা কথা দিয়ে কথা রাখি। এর পরে এদিন রায়দীঘি বিধানসভার রায়দীঘি স্টেডিয়ামে বাপি হালদারের সমর্থনে আরও একটি সভায় যোগ দিয়ে বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএমের তুলোধনা করেন। তিনি এদিন রায়দীঘির জনসভায় বলেন,বিজেপি গাড়ি গাড়ি টাকা এনে ছড়িয়ে ভোট কিনতে চাইছে। মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে বোকা বানাতে চাইছে। ১০০ দিনের টাকা ওরা দিল না। গরিব মানুষের ৬৯ লক্ষ টাকা মেরে দিয়ে সেই টাকা দিয়ে ভোট কিনছে এখন আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। আমরা ২০২১ সালের বিধানসভার আগে লক্ষ্মীর ভান্ডারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কথা রেখেছি। সিপিএম ৩৪ বছরে রাজ্যটাকে শেষ করে দিয়েগেছে। আমরা আসার পর এই জেলায় কত কাজ হয়েছে। হাসপাতাল, সেতু, কলেজ সহ আরো অনেক কিছু। কৃষকরা বছরে ১০ হাজার টাকা করে পাচ্ছে। স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী ,শিক্ষাশ্রী, সবুজসাথী সাইকেল,স্মার্ট কার্ড সহ একাধিক কাজ করে দিয়েছি। ২০২৬ সালের মধ্যে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে যাবে বিনামূল্য। বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছি। যা যা প্রয়োজন সব দিয়েছি। তাই বিজেপি, কংগ্রেস, বিজেপির দালালদের একটাও ভোট নয়। গত ২-৩ বছর ধরে এই কেন্দ্রের সাংসদ জাটুয়া সাহেব খুব অসুস্থ থাকায় এই এলাকায় উন্নয়নে কিছু টা অসুবিধা হয়েছে। তাই তো কম বয়সী কাজের ছেলে বাপি হালদারকে এবার প্রার্থী করা হয়েছে। ওকে জিতিয়ে আনুন, আমি এলাকায় উন্নয়নে ভাসিয়ে দোবো। বিজেপি আদালতের মাধ্যমে ওবিসি বাতিল করেছে। আমি ওই রায় মানি না। ওরা বলছে এবার ৪০০ পাবে। আমি বলছি ওরা ২০০ও পাবে না। ওরা ওনলি ৪২০।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হাওড়ার সাঁকরাইলে কটন মিলে বিধ্বংসী আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার সাঁকরাইলে কটন মিলে বিধ্বংসী আগুন, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা। শুক্রবার সন্ধ্যে নাগাদ কান্দুয়া সন্ধিপুরের কাছে ওই কটন মিলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সন্ধ্যে নাগাদ আগুন দেখা যায়। ওই কারখানাটিতে যেহেতু তুলো মজুত করা ছিল দাহ্য বস্তু থাকার কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের ২ টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে ঘন্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কি কারণে আগুন লাগলো তা জানা যায়নি। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা বলে অনুমান করা হচ্ছে।

দীর্ঘ আন্দোলনের পর আন্ডারপাশ পেতে চলেছে কালিয়াচকের মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: দীর্ঘ আন্দোলের পর এলাকার মানুষ পেতে চলেছে আন্ডারপাশ। ইতিমধ্যে আন্ডারপাশের কাজ শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার কাজের সূচনা হলেও শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে জোর কদমে কাজ। খুশি কালিয়াচক-৩ ব্লকের বীরনগর শিমুলতলা, লক্ষীপুর সহ এলাকার মানুষ। কলকাতা উচ্চ আদালতে জনস্বার্থ মামলাও করেন আন্দোলনকারীরা। উচ্চ আদালতে রায় হয় আন্দোলনকারীদের পক্ষে। তারপরও দীর্ঘ দিন লেগে যায়। অবশেষে কাজ শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট চামাগ্রাম স্টেশন থেকে মাত্র ৫০০ মিটার দূরে এখানে রেল লাইনের ওপর দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হত এলাকার মানুষকে। সাইকেল মোটরসাইকেল থেকে বিভিন্ন ভ্যান রিক্সা রেল লাইনের উপরে দিয়ে বেশি শক্তি ভর করে পার করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই রেল লাইনের ওপর দিয়ে বীরনগর, লক্ষীপুর-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ চলাচল করতে হত। কোনও বিকল্প রাস্তা না থাকায় ঝুঁকি নিয়ে রেল লাইন পারাপার করে যাতায়াত করতে হত। এখান থেকে মূল সদরে যেতে ঘুপথে প্রায় ৬ কিলোমিটার রাস্তা বেশি যেতে হয়। এবার সরাসরি সময় বাচবে এবং খরচ কমবে।এই রেললাইনের অদূরেই রয়েছে একাধিক স্কুল, বাজার থেকে শুরু করে সাউথ মালদা কলেজ। অটো, টোটো থেকে শুরু করে অন্যান্য যানবাহনের সংক্ষিপ্ত পথ এই রেললাইন হয়ে যাওয়া। দীর্ঘ আন্দোলন এবং সংগ্রাম করে মানুষের দাবি আদায় হয়েছে। এই আন্ডারপাশের দাবি নিয়ে এলাকার মানুষকে হাইকোর্ট এমনকী সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যেতে হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একসময় জোরাল হয়ে ওঠে আন্ডারপাশ নির্মাণের দাবি। লক্ষীপুর বীরনগর নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটির ব্যানারে আন্দোলন করে এলাকার মানুষ। পুরোভাগে নেতৃত্বে ছিলেন শিক্ষক জিয়াউল হক। এই আন্দোলনে এক সময় রেল কর্তৃপক্ষ রেলের নিয়ম এবং একাধিক কারণ ও যুক্তি দেখিয়ে রেল লাইন পারাপারে বন্ধ করেন।

রিমেল রুখতে তৎপর হাওড়ার ব্লক প্রশাসন

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের স্মৃতি ফিরিয়ে বাংলায় আঘাত হানতে পারে রিমেল। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, শনিবার উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে ঘন্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইতে পারে। অন্যান্য জেলায় ঝড়ের বেগ কম থাকলেও বৃষ্টি হবে। রবিবার থেকে কলকাতা, হাওড়াতেও কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তাই রিমেল ঠেকাতে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে। শুক্রবার উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক প্রশাসনের অফিসে বিশেষ বৈঠক।ওই ব্লকের নদী তীরবর্তী এলাকা পরিদর্শন করেন বিডিও।রিমেল প্রসঙ্গে বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক জানান,ঘূর্ণিঝড় রিমেল ঠেকাতে আমরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।ইতিমধ্যেই আমাদের ব্লকের নদী তীরবর্তী এলাকার মৎস্যজীবীদের নদীতে মাছ ধরার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।এবং আমরা এলাকায় মাইকিং-প্রচার চালাচ্ছি।এছাড়াও জেলাশাসকের নির্দেশ মোতাবেক কন্ট্রোল রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে,রিমেল ঠেকাতে ইতিমধ্যেই শ্যামপুর-১নং ব্লকের নদী তীরবর্তী বেলাড়ী অঞ্চলের বাসুদেবপুর এলাকায় ২৫ জনের এনডিআরএফ মোতায়েন করা হয়েছে।শ্যামপুর-১নং ব্লকের বিডিও তন্ময় কার্যী জানান,ঘূর্ণিঝড় রিমেল মোকাবিলায় আমরা ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই মাইকিং প্রচার শুরু করেছি নদী তীরবর্তী এলাকায়।এর পাশাপাশি জেলাশাসকের নির্দেশ মোতাবেক আমরা ব্লকে কন্ট্রোল রুমের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

টোটোয় ফাস্ট ফুডের চলমান দোকান করে চর্চায় গৃহবধূ সাগরিকা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। এমনটাই করে দেখাল মালদহের এক মহিলা। কিছু করার তাগিদেই অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে বুদ্ধির জোরে একটি টোটোকেই দোকান তৈরি করে নিয়েছেন তাঁরা। ফাস্ট ফুডের দোকান এখন টোটো। কি নেই টোটোতে, রয়েছে রান্নার জায়গা, খাবার সাজিয়ে রাখার মত কিছু জায়গা, আবার টোটোর মধ্যেই রয়েছে ফ্রিজ। একেবারেই অভিনব এই খাবারের দোকানের নাম দেওয়া হয়েছে ফুট অন হুইল। মালদহ শহরের রাস্তায় এখন এই টোটো দোকান অবাক করছে সকলকেই। যদিও ঘুরে ঘুরে নয়, একটি নির্দিষ্ট জায়গাই দাড়িয়েই দোকান করছে আপাতত এক মহিলা। মালদহ শহরের পার্কের সামনে বসছে এই দোকান। সাগরিকা সাহা নামে ওই মহিলার স্বামী বেসরকারি সংস্থার কর্মী। স্বামীর পাশাপাশি নিজেও কিছু করবে এমনটা দীর্ঘদিন ধরেই ভাবছিলেন। কিন্তু মালদহ শহরের মত জায়গায় দোকান কিনে বা ভাড়া নিতে অনেক টাকার প্রয়োজন। তাই অল্প টাকা বিনিয়োগ করার চিন্তা ভাবনা শুরু করে। সেখান থেকেই ইউটিউবে ভিডিও দেখে টোটোতে দোকান তৈরির আইডিয়া আসে। তারপর একটি পুরনো টোটো কিনে সেটিকে দোকানের মত তৈরি করে। টোটো বদলে যায় চলমান দোকানে। এই টোটোকে দোকানে পরিণত করতে খরচ হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। এছাড়াও দোকানের সামগ্রী কিনতে হয়েছে। সব মিলিয়ে খুব অল্প খরচেই এই দোকান তৈরি হয়েছে।

ফুট অন হুইলে শুধুমাত্র হরিণঘাটার মাংস পাওয়া যায়। বিভিন্ন আইটেমের মাংস ছাড়াও মোমো বিক্রি করছেন মহিলা। তবে এখানে হরিণঘাটার কাঁচা মাংসও বিক্রি করছেন।

মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু দাদি ও নাতির

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল ৮ মাসের কন্যা সন্তান সহ ৬০ বছর বয়সী এক মহিলার। ঘটনায় শোকের ছায়া পরিবারসহ এলাকা জুড়ে।

জানা যায়, মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের রামানন্তপুর গ্রামের গঙ্গা দাসী মন্ডল, শুক্রবার সকালে প্রতিবেশী এক নাতিকে নিয়ে বাড়ির বাইরে বের হয়। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎই পুরনো একটি বাড়ির মাটির দেওয়াল ভেঙে চাপা পড়ে যায় তাদের উপর।

স্থানীয়দের দাবি কয়েক দিনের বৃষ্টিতে দুর্বল হয়ে যায় পুরনো মাটির দেওয়ালটি।

স্থানীয়রা তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে নবগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে গঙ্গাদাসী মন্ডল কে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসক । পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

অন্যদিকে ৮ মাসের কন্যা সন্তান প্রিয়াঙ্কা মন্ডল কে আশংকাজনক অবস্থায় স্থানান্তরিত করে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে। সেখানে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকেও মৃত বলে ঘোষণা করে।

শুক্রবার সকালে ঘটে যাওয়া এমন ঘটনায় মর্মাহত নবগ্রামের রামানন্তপুর গ্রামের সকলেই।

গ্রামবাসীদের হাতে ধৃত হেরোইন ব্যবসায়ী

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বর্তমান সময়ে যুবকরা প্রায় নেশায় আসক্ত হয়ে উঠেছে সেই নেশার মধ্য অন্যতম হলো হিরোইন,যার কারণে অনেকের সংসার নষ্ট থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে।এই পরিস্থিতে নেশাগ্রস্থ দের বাড়িতে গিয়ে হিরোইন পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন ব্যবসিকরা। চার চাকা গাড়ি করে গ্রামের ভিতরে ঢুকে হিরোইন বিক্রি করছিলেন এমনতো অবস্থায় গ্রামবাসীরা জানতে পেরে গাড়ি সহ পাকড়াও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়।ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী থানার ফরিদপুর অঞ্চলের পাকুড় দেয়ার হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায়।স্থানীয় সজরুল মন্ডল বলেন এলাকায় অনেক দিন ধরে এই ভাবে হিরোইন বিক্রি করে চলেছে ,তার কারণে অনেক পরিবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই নেশার কারণে।তাই আমরা গ্রামবাসীরা খোঁজ রেখেছিলাম কখন কে আসে হিরোইন বিক্রি করতে সেই মত গ্রামবাসীরা একসঙ্গে শুক্রবার সন্ধ্যার সময় একটি চার চাকা গাড়ি আটকিয়ে তল্লাশি করলে তার কাছ থেকে একাধিক হিরোইনের পুরিয়া পাওয়া যায় ,তার পরেই জলঙ্গি থানায় খবর দিলে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে অভিযুক্ত ইন্দাদুল নামের এক ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।যদিও গ্রামবাসীদের পুলিশের কাছে আবেদন জানান যে এই হিরোইন বিক্রেতার যেনো সাজা হয়।যদিও অভিযুক্ত ইন্দদুল তিনি শিকার করে বলেন তিনি হিরোইন খায় কিন্তু বিক্রি করেন না বলে তিনি জানান,যদিও অভিযুক্ত ও তার চার চাকা গাড়ি আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।ঘটনায় গ্রামবাসীরা গাড়ি আটকিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন দীর্ঘক্ষণ বলে সূত্রে জানাযায় ।অভিযুক্ত ইন্দাদুল হালসানা বলেন পাশের অঞ্চলের খয়রামারি পুরাতন হাটে নাপিতের কাজ করেন তার উপর মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে।

এক দিনের বৃষ্টিতে ব্রিজের তলার মাটি সরে গিয়ে দেখা দিল ফাটল

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: মাত্র এক দিনের বৃষ্টিতে ব্রিজের তলার মাটি সরে গিয়ে দেখা দিয়েছে ফাটল। ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে যোগাযোগ ব্যবস্থা।দুর্ঘটনা এড়াতে গর্তের মধ্যে বাঁশ পুঁতে লাল রঙের কাপড় বেঁধে বিপদ সংকেত দিয়ে দুর্ঘটনা এড়ানোর চেষ্টা করেছেন স্থানীয় এক দোকানদার। মঙ্গলবার রাতে মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় ব্যাপক বৃষ্টি হওয়ার ফলে হরিশ্চন্দ্রপুর রেল স্টেশন গামী স্টেশনের নিকটে রাজ্য সড়কের ওপরে থাকা ব্রিজের তলার মাটি সরে গিয়ে ফাটল দেখা দিয়েছে।এই ফাটল কে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।অবিলম্বে এই ফাটল মেরামত না করা হলে ব্রিজের বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের।

এ ব্যাপারে চাঁচল মহকুমা পি ডব্লিউ ডি রোডস এর সহকারি ইঞ্জিনিয়ার কুশাল সিকদার অবিলম্বে ব্রিজটি মেরামত করার দিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা রনজিৎ সাহা বলেন,'আমি প্রতিদিন এই ব্রিজের পাশে চাটের দোকান দিয়ে থাকি।এদিন সকালে এসে দেখি ব্রিজের তলার মাটি সরে গিয়ে বড় ধরনের গর্ত হয়ে গিয়েছে।দুর্ঘটনা এড়াতে গর্তের মধ্যে বাঁশ পুঁতে দিয়ে দোকানের একটি লাল রঙের কাপড় বেঁধে দিয়েছি।এই ফাটল দ্রুত মেরামত না করা হলে ব্রিজটির বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।'

স্থানীয় বাসিন্দা ভীম সাহানী ও সুরোজ মন্ডল বলেন,'এই ব্রিজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার একটি বিশাল অংশের মানুষ এই ব্রিজের ওপর দিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর রেল স্টেশনে যাওয়া আসা করেন।ব্রিজটির ক্ষতি হয়ে গেলে হরিশ্চন্দ্রপুর রেল স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।'হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মন্ডল বলেন,'পি ডব্লিউ ডি আধিকারিকদের বিষয়টি জানিয়েছি।

অতি শীঘ্রই ব্রিজটি মেরামত করে দেবেন।'

প্রথম নজর

আমিরাতে ভ্রমণ ভিসায় কঠিন ৩ শর্ত

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে ভ্রমণ ভিসায় ভ্রমণ করতে কঠিন তিনটি শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। রিটার্ন টিকিটসহ সঙ্গে থাকতে হবে কমপক্ষে ৩ হাজার দিরহাম (প্রায় ৯৬ হাজার টাকা), আত্মীয় স্বজনের বাসভবনের বৈধ ডকুমেন্টস (ইজারি) অথবা হোটেল বুকিং।
স্থানীয় গণমাধ্যমে এমন সংবাদ প্রকাশের পর বাংলাদেশি ট্রাভেল ব্যবসায়ী হেলমাক ট্রাভেলের সিও জামিলুল কাইয়ুমের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমিরাতে ভ্রমণ ভিসায় প্রবেশের এসব নিয়ম আগেও ছিল। তবে এখন তা পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর হয়েছে।
তিনি বলেন, আমিরাতে আসার আগে বাংলাদেশ বিমানবন্দরে যাত্রীকে উল্লেখিত বিষয় প্রমাণ করে আসতে হবে। আর এটা কেবল বাংলাদেশিদের জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং সবার জন্যই৷
আমিরাতে পূর্বে ভ্রমণ ভিসার যাত্রীরা রিটার্ন টিকিট করলেও একটি সঠিক থাকলেও অন্যটি করা হতো ভিন্ন কোনো এয়ারলাইন্সের ডামি টিকিট। এখন একই পিএনআর এর রিটার্ন টিকিট করা থাকতে হবে।
আত্মীয়ের বাসার বৈধ কাগজপত্র অথবা হোটেল পেমেন্টসহ বুকিং দেখাতে হবে। আগের মতো কোনো বুকিং ডটকম থেকে পেপার প্রিন্ট করলে চলবে না। আমিরাতের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ হোটেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে সত্যতা যাচাই করবে।

মোটরবাইক চালাতে গিয়ে আহত চেক রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: মধ্য ইউরোপের দেশ চেক রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট পেত্র পাভেল মোটরবাইক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে তার আঘাত গুরুতর নয় বলে তার কার্যালয় জানিয়েছে।
শুক্রবার (২৪ মে) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চেক রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট পেত্র পাভেল বৃহস্পতিবার মোটরবাইক দুর্ঘটনার পর প্রাগের একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। কিন্তু তার আঘাত ‘গুরুতর নয়’ বলে তার অফিস সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ জানিয়েছে।
৬২ বছর বয়সী পেত্র পাভেল ২০২৩ সালের মার্চ মাস থেকে দেশটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বপালন করছেন এবং দুর্ঘটনার পর তাকে এখন হাসপাতালে থাকতে হবে। তবে কতদিন হাসপাতালে অবস্থান করতে হবে তা নির্দিষ্ট নয়। পাভেলের অফিস বলেছে, ‘তার আঘাত গুরুতর নয়, তবে প্রাগের মিলিটারি ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে তার সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হবে।’ প্রেসিডেন্ট পেত্র পাভেলের মুখপাত্র ভিট কোলার সরকারি চেক টিভিকে বলেন, পাভেল আগামী ‘কয়েক দিন’ হাসপাতালে কাটাবেন। আর তাই তার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির ওপর প্রভাব হবে বেশ নগণ্য। এটি শুক্রবার, শনিবার এবং রোববার পর্যন্ত হতে পারে। তাই এটি উল্লেখযোগ্য কোনও প্রভাব ফেলবে না বলে আমরা বিশ্বাস করি।
তিনি চেক টিভিকে আরও বলেন, প্রেসিডেন্ট পাভেল আগামী সপ্তাহে বিদেশ সফরের জন্য উপযুক্ত কিনা সেটিও ‘আমরা দেখব’।
পাভেলের কার্যালয় বৃহস্পতিবার জানায়, প্রেসিডেন্ট জর্ডান সফরে যাবেন। তবে এই সফরটি পরের সপ্তাহের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল কিনা তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট নয়।
এছাড়া পাভেল আগামী বৃহস্পতিবার প্রাগে এক অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে যোগদানকারী ন্যাটো পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সাথেও দেখা করবেন বলে একটি কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে।

বসনিয়ার মুসলিমদের গণহত্যার সেই দিনটিকে আন্তর্জাতিক দিবস ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: ১৯৯৫ সালে সংঘটিত স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যায় নিহতদের স্মরণে ১১ই জুলাইকে সেব্রেনিৎসা গণহত্যা স্মরণ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে জাতিসংঘ। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ভোটাভুটির মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যার স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস প্রচলনের পক্ষে ভোট দেয় ৮৪টি সদস্য রাষ্ট্র। প্রস্তাবের বিপক্ষে পড়ে ১৯টি ভোট আর ৬৮টি দেশ ভোটদান থেকে বিরত ছিল। ওই গণহত্যায় নিহত আট হাজার পুরুষের স্বজনদের জন্য সন্তোষজনক। বসনিয়ান-সার্ব বাহিনী মুসলিম পুরুষদের ওপর পরিকল্পিতভাবে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে বলকান গৃহযুদ্ধের সময় স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যার ঘটনা ঘটে। গণহত্যার কিছুদিন আগে বসনিয়ার সার্ব সেনারা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী ঘোষিত নিরাপদ এলাকা স্রেব্রেনিৎসা শহর এবং তার আশপাশের এলাকা দখল করে নিয়েছিল। বসনিয়ান সার্বরা স্রেব্রেনিৎসার মুসলিম পুরুষ ও বালকদের ধরে নিয়ে যায়।
এদেরকে বেছে বেছে আলাদা করে হত্যা করা হয়, তারপর তাদের গণকবর দেওয়া হয়।
আট হাজার মুসলিমকে ১১ জুলাই হত্যা করেছিল সার্বিয়ার নিয়ন্ত্রণে থাকা বসনিয়ান-সার্ব বাহিনী,যাকে ইউরোপের সবচেয়ে নৃশংস ঘটনা হিসাবে দেখা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে এত বড় গণহত্যা আর হয়নি।
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে জার্মানি এবং রুয়ান্ডার পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হয়। বিরোধিতা করে সার্বিয়া ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানোর পরও এটি পাশ হয় সদস্যদের ভোটে। এই প্রস্তাবকে পলিটিসাইজড বলে আখ্যা দিয়েছেন সার্ব রাষ্ট্রপতি আলেকজান্ডার ভুসিক। তিনি মনে করেন, এর ফলে পুরো সার্বিয়া এবং সার্ব জনগণের গণহত্যাকারী হিসেবে পরিচিতি তৈরি হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হলো। বসনিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় স্রেব্রেনিৎসায় জাতিসংঘ ঘোষিত সেইফ এরিয়া (নিরাপদ স্থান) শান্তিরক্ষীদের তত্বাবধানে ছিল। কিন্তু সংখ্যায় অপ্রতুল হওয়ায় শান্তিরক্ষীরা বসনিয়ান-সার্ব বাহিনীর সঙ্গে পেরে ওঠেনি।
বসনিয়ান-সার্ব সামরিক কর্মকর্তা রাতকো ম্লাদিচের নির্দেশে বাহিনীর সদস্যরা নারী ও পুরুষদের আলাদা করেছিল। মা, স্ত্রী, কন্যা, বোনদের থেকে সেই যে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের আলাদা করা হয়েছিল, আর তাদের দেখা মেলেনি। শুধু হত্যা নয় পরবর্তী সময়জুড়ে বসনিয়ান-সার্ব বাহিনীর সদস্যরা নিহতদের গণকবরগুলো পুনরায় খোঁড়ে। গণহত্যাকে ধামাচাপা দিতে দেহাবশেষগুলোকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয় তারা। ফলে, একেকজনের শরীরের অংশগুলো বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে পড়ে। ভুক্তভোগীদের শনাক্ত করা কঠিন হয়ে যায়। ঘটনার ২৯ বছরে বেশিরভাগ পরিবার কিছু না কিছু দেহাবশেষ শনাক্ত করে দাফন করতে সক্ষম হয়েছে। গণহত্যার স্থানটির কাছেই, পোতোক্যারি সিমেট্রিতে কবর দেয়া হয়েছে তাদের। তবে কোনো কোনো পরিবারকে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হচ্ছে।
দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন মিসিং পারসনসএর সহায়তায় ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে সাত হাজার ভুক্তভোগীকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।
জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে একটি বিবৃতি দিয়েছে সংস্থাটি। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দিবসটি ব্যক্তি, পরিবার এবং সম্প্রদায়ের ওপর গণহত্যার স্থায়ী ক্ষতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যার শিকার মানুষগুলোকে স্বীকৃতি এবং শ্রদ্ধা জানানোর ক্ষেত্রে মাইলফলক হয়ে থাকবে।
এদিকে সার্বিয়া সরকার অবশ্য বিষয়টিকে একইভাবে দেখছে না। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আলোচনার সময় দেশটির প্রেসিডেন্ট ভুসিক হুঁশিয়ার করে বলেন, এই প্রস্তাব পাস হলে তা প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দিতে পারে। আরো অনেক গণহত্যা নিয়েই তখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
ভুসিক বলেন, স্রেব্রেনিৎসা প্রস্তাবে কোনো সমাধানের ব্যাপার নেই, স্মৃতির ব্যাপার নেই বরং এতে নতুন ক্ষত সৃষ্টি হবে, শুধু আমাদের আঞ্চলিক পর্যায়ে নয়, এই পরিষদেও। সার্বিয়া সরকারের এমন তীব্র বিরোধিতায় সেই দেশটিতেও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ। কারণ, প্রস্তাবে সুনির্দিষ্টভাবে কেবল গণহত্যায় দায়ী ব্যক্তিদের কথাই বলা হয়েছে। স্পষ্ট করা হয়েছে, সেই দায় নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয় বা অন্য কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ওপর সামগ্রিকভাবে আরোপ করা যাবে না।
স্রেব্রেনিৎসায় গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, ২০০৭ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত এমন রুল জারি করলেও, সার্বিয়া এর জন্য সরাসরি দায়ী বা সম্পৃক্ত নয় বলে জানা যায়। অবশ্য, সার্বিয়া গণহত্যা ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন বিচারকরা। তিন বছর পর, সার্বিয়ার জাতীয় সংসদে গণহত্যার নিন্দা জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস হয়। প্রতিরোধে আরো ব্যবস্থা না নেয়ার জন্য ক্ষমাও চাওয়া হয় সেই প্রস্তাবে।

অভূতপূর্ব শ্রদ্ধায় ইরানের প্রেসিডেন্টকে দাফন

আপনজন ডেস্ক: ইরানের প্রেসিডেন্ট সাইয়েদ ইব্রাহিম রাইসির লাশ মাশহাদে ইমাম রেজার (র.) মাজার কমপ্লেক্সে দাফন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্টকে শেষবিদায় জানাতে মাশহাদ পরিণত হয়েছিল জনসমুদ্রে।
প্রেসিডেন্ট রাইসির জন্ম ও বেড়ে ওঠা ইরানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মাশহাদ শহরে। মৃত্যুর ৪ দিন পর বৃহস্পতিবার মাশহাদেই জানাজা শেষে শিয়াদের অষ্টম ইমাম রেজার মাজারে তাকে লাশ দাফন করা হয়। রাইসি হলেন ইরানের প্রথম রাজনীতিবিদ যাকে এ মাজারে দাফন করা হলো। এর মধ্য দিয়ে সাবেক প্রেসিডেন্টকে অভূতপূর্ব শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।
সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রাইসির জানাজায় বিভিন্ন দেশের নেতা, রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রদূত এবং আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বও অংশ নেন। রাইসিকে শেষ বিদায় জানাতে সকাল থেকেই রাজধানী তেহরান থেকে ৭৫০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত মাশহাদে জড়ো হতে থাকেন লাখো মানুষ। শহরের রাস্তায় রাইসির বড় বড় ছবি, কালো পতাকা এবং শিয়াদের নানা প্রতীক টানানো হয়।
হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত প্রেসিডেন্ট রাইসির মরদেহ ইরানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মাশহাদে পৌঁছানোর পর শেষ বিদায় জানাতে জনসমুদ্র কান্নায় ভেঙে পড়ে। এ সময় লাখ লাখ জনতার সবার হাতে হাতে ছিল প্রেসিডেন্ট রাইসির ছবি এবং বিভিন্ন বক্তব্য লেখা প্ল্যাকার্ড। শোকার্ত ইরানিরা সবাই বুক এবং মাথা চাপড়ে (আনুষ্ঠানিকভাবে শিয়াদের শোক প্রকাশ) প্রিয় নেতার জন্য শোক প্রকাশ করেন।
এর আগে, বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ খোরাসান প্রদেশের বিরজান্দে নেওয়া হয় রাইসির মরদেহ। সেখানেও তাকে শ্রদ্ধা জানান সাধারণ মানুষ।
এছাড়া ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ানের লাশ বৃহস্পতিবার তেহরানের অদূরে রেই শহরের ইমামজাদা আব্দুল আজিমের (র.) মাজার এলাকায় দাফন করা হয়েছে। রেই শহরেও তার শেষবিদায় অনুষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষ অংশ নেন।
সোমবার সকালে পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের পাহাড়ি ও তুষারাবৃত এলাকায় ইরানি প্রেসিডেন্টকে বহনকারী হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পায় অনুসন্ধানী দল। দুর্ঘটনায় নিহত হন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ান পূর্ব আজারবাইজানের গভর্নর মালেক রহমাতি, পূর্ব আজারবাইজানে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার প্রতিনিধি মোহাম্মদ আলী আলে-হাশেম, প্রেসিডেন্ট গার্ডের প্রধান মেহেদি মুসাভি। প্রাণ হারিয়েছেন হেলিকপ্টারের পাইলট, কো-পাইলটও।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগের রায় আজ

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার আনা অভিযোগের বিপরীতে আজ রায় দেবে জাতিসংঘের শীর্ষ বিচার বিভাগীয় সংস্থা আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)। শুক্রবার (২৪ মে) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।
তেল আবিবের বিরুদ্ধে প্রিটোরিয়ার অভিযোগ, গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েল। আইসিজের প্রতি প্রিটোরিয়ার দাবি, গাজার দক্ষিণের রাফাসহ সকল অঞ্চলে ‘অবিলম্বে’ ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধ ও আরো বড় আকারে মানবিক ত্রাণ প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে।
ইসরায়েল এই দাবি নাকচ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের যুক্তি, জোর করে যুদ্ধবিরতি দেওয়া হলে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র সংগঠন হামাসের যোদ্ধারা পুনর্গঠিত হবে। যার ফলে ৭ অক্টোবরের হামলার সময় জিম্মি করে নেওয়া মানুষগুলোকে উদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।
জানুয়ারিতে এই আদালত সর্বশেষ ইসরায়েলকে নির্দেশ দেয় এই যুদ্ধে গণহত্যা বন্ধ করতে। তবে যুদ্ধবিরতির নির্দেশনা দেওয়া থেকে বিরত থাকে আইসিজে। দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তি দিয়েছে, রাফার সাম্প্রতিক অভিযানগুলো গাজার পরিস্থিতিকে আমূলে বদলে দিয়েছে। যার ফলে আদালতের উচিৎ জরুরি ভিত্তিতে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দেওয়া। আইসিজে বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্বিমতের বিষয়গুলো নিরসন করে থাকে। এই আদালতের রায় মানার আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলেও কোনো রাষ্ট্রকে তা বাস্তবায়নে বাধ্য করার সক্ষমতা নেই তাদের। রাশিয়াকে ইউক্রেনে আগ্রাসন বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে আইসিজে, কিন্তু এখনও তা পালন করেনি ক্রেমলিন।
বিচারকরা দক্ষিণ আফ্রিকার অনুরোধের সঙ্গে একমত হতে পারে, তা নাকচ করতে পারে বা পুরোপুরি ভিন্ন কোন নির্দেশও দিতে পারে। অপরদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রধান কৌঁসুলি করিম খান ইসরায়েল ও হামাসের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির জন্য আবেদন করেছেন। করিম খানের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সহ হামাসের শীর্ষ কর্মকর্তারা যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছেন। গত সপ্তাহে দক্ষিণ আফ্রিকার অভিযোগের শুনানিতে দেশটির রাষ্ট্রদূত ভুসিমুজি মাদোনসেলা অভিযোগ করেন, ‘ইসরায়েলের গণহত্যা অব্যাহত রয়েছে এবং ভয়াবহতার নতুন মাত্রায় পৌঁছে গেছে।’

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় ইসরায়েলের বর্বর হামলা, নিহত ৫০

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের বর্বর হামলায় অন্তত ৫০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডজুড়ে চালানো পৃথক হামলায় নিহত হন তারা।
এদিকে ইসরায়েলি হামলার জেরে এখন পর্যন্ত রাফা ছেড়ে পালিয়ে গেছেন ৮ লক্ষাধিক ফিলিস্তিনি।
শুক্রবার আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনী গাজা উপত্যকা জুড়ে আকাশ ও স্থলপথে চালানো হামলায় কমপক্ষে ৫০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এছাড়া দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রাফাতে হামাসের নেতৃত্বাধীন যোদ্ধাদের সাথে ইসরায়েলি সেনাদের ব্যাপক লড়াই চলছে বলেও জানিয়েছে হামাসের সশস্ত্র শাখা।
ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর ট্যাংকগুলো রাফার আরো দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়েছে, শহরের পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা ইবনার দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং তিনটি পূর্ব শহরতলিতে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন।
এই মাসে গাজার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে একযোগে ইসরায়েলি হামলার ফলে লাখ লাখ ফিলিস্তিনি তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে এবং ইসরায়েলি বাহিনী সাহায্য প্রবেশের প্রধান প্রবেশ পথও বন্ধ করে দিয়েছে, যা দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিও বাড়িয়েছে। গাজায় পরিচালিত প্রধান সাহায্য সংস্থা ইউনাইটেড নেশনস রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্কস এজেন্সি ফর প্যালেস্টাইন রিফিউজিস বলছে, চলতি মে মাসের প্রথম দিকে ইসরায়েল রাফা শহরটিতে হামলা শুরু করার পর থেকে গত সোমবার পর্যন্ত ৮ লাখেরও বেশি মানুষ রাফা থেকে পালিয়ে গেছেন। ফিলিস্তিনের সরকারি বার্তাসংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে, মধ্য গাজা উপত্যকার দেইর আল-বালাহ শহরের পূর্বে অবস্থিত জনকল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি দোকানে বিমান হামলায় অন্তত ১২ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
গাজার সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি জানিয়েছে, ভোরের দিকে চালানো দুটি বিমান হামলায় গাজা শহরে ১৫ শিশুসহ ২৬ জন নিহত হয়েছেন। মধ্য গাজার নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরে একটি বাড়িতে ইসরায়েলি হামলায় আরও আটজন নিহত হয়েছেন।
গাজার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নৃশংস হামলার পাশাপাশি ইসরায়েল খাবার পানীয়, খাদ্য, ওষুধ এবং জ্বালানি সরবরাহের ওপরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং গাজাজুড়ে বেশ কয়েকটি হাসপাতালও বন্ধ করতে বাধ্য করেছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৯ মি.

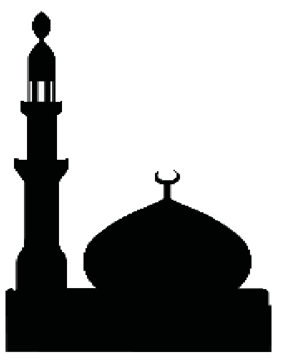

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২২	৪.৫২
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.১০	
মাগরিব	৬.১৯	
এশা	৭.৩৮	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

গাজায় ৩ জিম্মির মরদেহ উদ্ধার

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় অভিযান চালিয়ে তিন জিম্মির মরদেহ উদ্ধার করেছে ইসরায়েল। গত ৭ অক্টোবর অন্যান্য ইসরায়েলিদের সঙ্গে তাদেরকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে গিয়েছিল স্বাধীনতাকামী সশস্ত্রগোষ্ঠী হামাস। দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী বলেছে, উত্তর গাজার জাবালিয়ায় সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থার যৌথ অভিযানে হানান ইয়াবলঙ্কা, মিশেল নিসেনবাউম এবং ওরিয়ন হার্নান্দেজের মরেদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

পাপুয়া নিউ গিনিতে ভয়াবহ ভূমিধস, শতাধিক মৃত্যুর শঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র পাপুয়া নিউ গিনির প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। এতে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।
এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম মাধ্যম এবিসি নিউজ জানায়, শুক্রবার (২৪ মে) স্থানীয় সময় ভোররাত ৩টার দিকে এনগা প্রদেশের কাওকালাম গ্রামে ভূমিধসের ওই ঘটনা ঘটে।
রাজধানী পোর্ট মোরেসবি থেকে ওই গ্রামটি উত্তরপশ্চিমে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার দূরে। ভূমিধসের পর স্থানীয়রা উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন। তারা ভূমিধসে নিহতদের সংখ্যা ১০০ ছাড়াবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এখনও হতাহতের বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানায়নি বলে জানায় এবিসি।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে স্থানীয়দের ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে মৃতদেহ বের করে আনতে দেখা যাচ্ছে।
পোরগেরা উইম্যান ইন বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এলিজাবেথ লারুমা এবিসিকে বলেন, ‘এমন সময়ে ভূমিধস হয়েছে যখন লোকজন নিজ নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। পুরো গ্রাম মাটির নিচে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে, শতাধিক মানুষ ধসে পড়া মাটি, পাথর ও গাছের ধ্বংসস্তূপের নিয়ে চাপা পড়েছেন।’
সেখানে এখনও জরুরি উদ্ধারকর্মীরা পৌঁছেছেন কিনা তা নিশ্চিত হতে পারেনি এবিসি।

ভিয়েতনামে বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, নিহত ১৪

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে একটি পাঁচতলা ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১৪ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরো আহত হয়েছেন অন্তত তিনজন। শুক্রবার (২৪ মে) স্থানীয় সময় ভোররাতে রাজধানীর একটি চাপা গলির ভেতর অবস্থিত ওই ভবনটি থেকে দমকলকর্মীরা সাতজনকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর খবরে বলা হয়, ভবনটির নিচতলায় বৈদ্যুতিক বাইসাইকেল বিক্রি এবং মেরামতের দোকান ছিল। বৈদ্যুতিক বাইকেলের শর্টসার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তবে জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আগুন লাগার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে। আগুনে হতাহতদের পরিচয় এখনও প্রকাশ করা হয়নি।
এর আগে গত বছর সেপ্টেম্বরে হ্যানয়ে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে আগুন লেগে অন্তত ৫৬ জন প্রাণ হারান। নিহতদের মধ্যে শিশুরাও ছিল। ওই ঘটনায় ৩৭ জন আহত হন।

এবার জর্জিয়ার ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: বিতর্কিত ‘ফরেন এজেন্ট’ বিলকে কেন্দ্র করে পূর্ব ইউরোপের দেশ জর্জিয়ার ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। পাশাপাশি দেশটির সঙ্গে সম্পর্ক পর্যালোচনা করবে তারা। বৃহস্পতিবার (২৩ মে) মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন, জর্জিয়ায় গণতন্ত্রকে ক্ষুণ্ন করায় যুক্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। জর্জিয়ার ক্ষমতাসীন ড্রিম পার্টি গত সপ্তাহে ‘ফরেন এজেন্ট’ বিল পাস করেছে। বিলে বলা হয়েছে, যেসব বেসরকারি সংগঠন ও গণমাধ্যম তাদের অর্থায়নের ২০ শতাংশের বেশি দেশটির বাইরে থেকে আনছে, তাদের ‘বিদেশি শক্তির স্বার্থ প্রতিপালনকারী’ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধন করতে হবে। এক বিবৃতিতে ব্লিঙ্কেন বলেন, ‘আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে জর্জিয়ার গণতন্ত্রের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন দীর্ঘস্থায়ী ও মৌলিক। জর্জিয়ায় অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের সময় ও এর আগে-পরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান ক্ষুণ্নকারী যে কেউ নতুন নীতির আওতায় মার্কিন ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য হবেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করতে পারবেন না।’ জর্জিয়ার প্রস্তাবিত ফরেন এজেন্ট বিল দেশটির অধিবাসীদের সমাবেশ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রুদ্ধ করবে বলে মন্তব্য করেন ব্লিঙ্কেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৪১ সংখ্যা, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ১৬ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজিরি

স্বাস্থ্যশিক্ষা

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় পরিবেশের প্রভাব অত্যধিক; কিন্তু এই পরিবেশগত উন্নয়নকে আমরা তেমন তোয়াক্কা করিতেছি না। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দেখা যাইতেছে, রাস্তাঘাটের পাশাপাশি হাটবাজার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, বাণিজ্যিক কেন্দ্র, আবাসিক এলাকা, পার্ক প্রভৃতি জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হইতেছে না। এই ব্যাপারে জনগণের সচেতনতার অভাবও বিদ্যমান। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, তাহারা ময়লা-আবর্জনা ফেলিয়া ভাগাড় তৈরি করিলেও তাহা পরিচ্ছন্ন রাখিবার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে সরকারের। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে স্থানীয় সরকারের। স্থানীয় সরকারগুলি তাহাদের দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করিবে নিশ্চয়ই; কিন্তু জনগণ সচেতন না হইলে এই কাজ হইবে কঠিন ও জটিলতর।

আমরা জানি, 'স্বাস্থ্যই সম্পদ' বা 'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল'। তবে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য সকল নাগরিকের স্বাস্থ্যসচেতনতা সর্বাগ্রে জরুরি। দৈনন্দিন কাজকর্মে, খাদ্যাভ্যাসে ও অসুখবিসুখের ব্যাপারে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও স্বাস্থ্যসচেতনতার মাধ্যমে আমরা সুস্থ জীবনযাপন করিতে পারি। আসলে স্বাস্থ্যের উপর পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী। কেননা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ হইতেই সংক্রামক ব্যাধি তথা রোগজীবাণুর সংক্রমণ ঘটে। দূষিত পানি, দূষিত বায়ু, পচা-বাসি খাবার, উন্মুক্ত জায়গায় ও অস্বাস্থ্যকরভাবে প্রস্তুত খাবার গ্রহণ, আবর্জনা ও মলমূত্র নিষ্কাশন অব্যবস্থা, অপরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, স্যাঁতসেঁতে বাসস্থান ও কর্মস্থল ইত্যাদি রোগ বিস্তারে সহায়তা ও স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করে। বিশুদ্ধ পানি, মুক্ত বাতাস, পরিচ্ছন্ন পথঘাট, আলো ও বাতাসময় পরিবেশ, নিরাপদ ও পুষ্টিকর সুষম খাদ্য ইত্যাদি সুস্বাস্থ্যের পূর্বশর্ত। এই সকল জ্ঞান সম্পর্কে প্রত্যেক নাগরিকের সম্যক ধারণা থাকা দরকার।

আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি যে, দেশের নদনদী, খালবিল, জলাশয় ও পুকুর ইত্যাদি দখল ও দূষণের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে সর্বাগ্রে জনগণকে সচেতন হইতে হইবে। তাহারা যদি নিজেদের ময়লা-আবর্জনা আশেপাশের খাল-বিল ও নদী-নালায় না ফেলেন এমনকি যাহারা ফেলিতেছে তাহাদের সচেতন করিতে বা প্রতিরোধ করিতে আগাইয়া আসেন, তাহা হইলেই স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সম্ভব। পরিবেশগত উন্নয়ন এই জন্য আজ এত গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে সমগ্র বিশ্বে; কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলি এখনো এই ব্যাপারে বহুলাংশে বেখেয়াল ও বেহুঁশ। অথচ সমগ্র দেশকে গার্বেজে পরিণত করিয়া কোনো জাতি সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে না। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ রহিয়াছে, প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর। অর্থাৎ প্রতিকারের চাইতে প্রতিরোধই উত্তম। স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় ইহাকে আমরা কতটা গুরুত্ব দিতেছি? স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়নের প্রতি আমাদের মনোযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন, আগামী দুই মাসে বাংলাদেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতির আরও অবনতি হইতে পারে। আমরা যদি এই সময়টায় মশক নিধনের পাশাপাশি জনসচেতনায় ক্র্যাশ প্রোগ্রাম লইতে পারিতাম, তাহা হইলে পরিস্থিতি এতটা অসহনীয় হইত না। ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও এমন সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল। তবে তাহারা জনগণকে সঙ্গে লইয়া এডিশ মশার লার্ভা ধ্বংসে ব্যাপক উদ্যোগ লওয়ায় এবং ঘরে ঘরে সচেতনতা গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হওয়ায় তাহাদের এই সমস্যা তুলনামূলকভাবে কম। তাই স্বাস্থ্যশিক্ষা ও সচেতনতার ক্ষেত্রে মহল্লায় মহল্লায় সামাজিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার এখনই উপযুক্ত সময়। এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিছুদিন পূর্বে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছে, বিশ্বের অর্ধেক মানুষ ডেঙ্গুঝুঁকিতে রহিয়াছে। ইতিমধ্যে ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, সুইডেন প্রভৃতি ডেঙ্গুপ্রবণ দেশে ফ্রান্সের তৈরি ডেঙ্গুভ্যাক্সিয়া ও জাপানের তৈরি কিউডেঙ্গা টিকা প্রদান শুরু হইয়াছে। ইহাতে আমরা আশান্বিত হইতে পারি। তবে ইহার পরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন, স্বাস্থ্যশিক্ষার বিস্তার ও সতর্কতা অবলম্বনের কোনো বিকল্প নাই। কেননা ইহার মাধ্যমে আমরা অন্যান্য অসুখবিসুখ হইতেও পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি সহজেই।

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

নজরুলের লেখনী ক্ষুরধার

মেহনতি মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার

কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর লেখায় মেহনতি মানুষের কথা পড়ে দেখলেন **ড. শেখ কামাল উদ্দীন....**

'যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,/ অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না,/ বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত/ আমি সেই দিন হব শান্ত!' একশো দু'বছর আগে কবিতাটি লেখা। কিন্তু কবি এত বছর পরেও শান্ত হতে পারলেন কই? সমাহিত হয়েছেন বটে কিন্তু আমরা জানি না তিনি কেমন আছেন? সেখানে কি তিনি শান্তি পেয়েছেন? পৃথিবীর সাধারণ, খেটে খাওয়া শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের উপর উৎপীড়নকারী, অত্যাচারীর খবর যদি শুনতে পান তাহলে তো সেখানেও তিনি শান্তিতে আছেন বলে মনে হয় না! আজও ভারতবর্ষের পরিযায়ী শ্রমিকেরা শাসকের ইচ্ছেমতো কাজের ঠেলায় অস্থির। তাঁদের কাজে স্থিরতা নেই। আছে যখন তখন ছাঁটাই। আর কাজ করিয়ে দিনের পর দিন মজুরি না দেওয়া। কবি শান্ত থাকবেন কি করে?

যে সাধারণ শ্রমিক থেকে শুরু করে বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত বিশ্বসভায় ভারতের নাম উজ্জ্বল করে চলেছেন, শোনা যায় তাঁরা দিনের পর দিন ইসরোতে কাজ করেও বেতন পাননি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কুলি মজুর কবিতার কথা– "বেতন দিয়াছ? -চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল!/ কত পাই দিয়ে তুই কুলিদের কত ক্রোড় পেলি বল্?" যে শ্রমিক শাবল গাঁইতি দিয়ে রেলপথ বানালো, সেই রেলেই কিনা তাদের ওঠা মানা! কবি সে কথা মনে রেখে লিখেছিলেন 'কুলি মজুর' কবিতা। আর করোনাকালে আমরা দেখলাম শ্রমিকের বানানো রেলপথের উপর দিয়ে আশ্রয়ের খোঁজে পায়ে হেঁটে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া শ্রমিকের উপর দিয়ে রেলগাড়ি চলে গেল। রেলপথের পাশে পড়ে রইল ছেঁড়া চটি, খাবারের অবশিষ্টাংশ আর নিথর দেহ। একশোপঁচিশ বছর পরেও এখানেই কাজী নজরুল ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা। কবি বরাবরই সাম্প্রদায়িকতা, জাত-পাতের ঊর্ধে থেকে নিজে যেমন জীবন যাপন করেছেন তেমনি তাঁর লেখাতেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। আজকের ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা বড্ড মাথা ছাড়া দিয়ে উঠেছে। পরাধীন ভারতবর্ষে জাত-পাত, সাম্প্রদায়িক হানাহানির লড়াই হয়েছে কিন্তু কবি কখনোই ভগবানের কাছে জাত-পাতের লড়াইয়ের জন্য নয় বরং সাধারণ মানুষের ভাতের সঙ্গে একটু নুনের সংস্থান যাতে হয় তারই প্রার্থনা করেছেন। তাঁর কবিতার স্থায়িত্ব নিয়ে, কবিতার মান নিয়ে, কবিতার দর্শন নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। তার কৈফিয়ৎ কবি দিয়েছেন, সেখানে স্পষ্ট করে শিশুর কাছে স্বরাজের চেয়ে ভাতের প্রয়োজনীয়তা যে বেশি সে কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য–

"ক্ষুধাতুর শিশু
চায়না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন!/ বেলা ব'য়ে যায়, খায়নি ক বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন!" আর তিনি সেই সমস্ত ভেকধারী রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে ভগবানের কাছে নালিশ করেছেন, যারা শিশুর খুন নিয়ে খেলা করে– "কেঁদে বলি, ওগো ভগবান, তুমি আজিও আছ কি? কালি ও চুণ/ কেন ওঠে না'ক তাহাদের গালে, যারা খায় ওই শিশুর খুন?" তিনি আরও বলেছেন, "মা'র বুক হ'তে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি, বাঘ, খাও হে ঘাস!/ হেরিনু, জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ!" কবি এই সমস্ত অত্যাচারী নেতা, যারা মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে খায় তাদের বিরুদ্ধে তার লেখনি যাতে আরও মজবুত হয়,

যে সাধারণ শ্রমিক থেকে শুরু করে বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত বিশ্বসভায় ভারতের নাম উজ্জ্বল করে চলেছেন, শোনা যায় তাঁরা দিনের পর দিন ইসরোতে কাজ করেও বেতন পাননি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কুলি মজুর কবিতার কথা– "বেতন দিয়াছ? -চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল!/ কত পাই দিয়ে তুই কুলিদের কত ক্রোড় পেলি বল্?" যে শ্রমিক শাবল গাঁইতি দিয়ে রেলপথ বানালো, সেই রেলেই কিনা তাদের ওঠা মানা! কবি সে কথা মনে রেখে লিখেছিলেন 'কুলি মজুর' কবিতা।

অকুতোভয়ে তিনি লিখে যেতে পারেন, তার জন্য ভগবানের কাছে তিনি প্রার্থনা করে বলেন, "প্রার্থনা ক'রো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,/ যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ!"

তিনি তো শুধু কবিতা লিখেই মেহনতি জনতার প্রতি তাঁর সমবেদনা জানিয়েছেন তা নয়, তাঁদের পাশে থেকেছেন, তাঁদের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন, উদ্বোধনী সংগীত গেয়েছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, এককথায় তাঁদের সংগ্রামে সাথী হয়েছেন। কি করে নজরুল এমন হ'তে পারলেন? তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন মুজফফর আহমেদ–"জনগণের ভিতরে সে মানুষ হয়েছে। জনগণের নিকট হতেই সে প্রেরণা লাভ করেছে। লেটোর দলে সে গান গেয়েছে, তাদের জন্যে গান রচনা করেছে। এই গান শুনে আনন্দ পেয়েছে কৃষক ও মজুরেরা। রুটির কারখানায় সে মজুরি করেছে, আবার গার্ড সাহেবের বাড়িতে ভাত রেঁধেছে।" ১৯২৬-এ কৃষ্ণনগরে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনের অধিবেশন বসে। সেই অধিবেশন থেকে প্রজাসম্মিলনী কংগ্রেসের সংসদ ছিন্ন করে এবং 'লেবার স্বরাজ পার্টি' আলাদা রাজনৈতিক দল হিসেবে যাত্রা শুরু করে। দলের নামকরণ হয় 'বেঙ্গল পেজ্যান্টস এন্ড ওয়ার্কার্স পার্টি', 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল'। এই দলের সম্মেলন উপলক্ষে কাজী নজরুল ইসলামের পূর্বে লিখিত 'কৃষকের গান' সমবেত কণ্ঠে গৃহীত হয়। নেতৃত্ব দেন কাজী নজরুল ইসলাম। সেই গানে কৃষকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে সাবলীলভাবে। কিভাবে কৃষকেরা ফসল ফলায় কষ্ট করে, আর সেই ফসল বৈশ্যের দল লুট করে নিয়ে যায়, তাও এই গানে উল্লেখ করেছেন কবি। গানটি ছিল নিম্নানুরূপ–"ওঠ রে চাষী জগদবাসী দর কষে লাঙল/ আমরা মরতে আছি ভালো করেই মরব এবার চল।/ মোদের উঠান-ভরা শস্য ছিল হাস্য- ভরা দেশ/ ওই বৈশ্য দেশের দস্যু এসে লাঞ্ছনার নাই শেষ/ ও ভাই লক্ষ হাতে টানছে তারা লক্ষ্মী মায়ের কেশ।।" তারপর তিনি সমস্ত কৃষককে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভয়-ডরহীন আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে গাইলেন, "আজ জাগ রে কৃষাণ সব তো গেছে কিসের বা আর ভয়,/ এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।"

শুধু কৃষক নয়, শ্রমিকদের নিয়েও নজরুল গান লিখেছেন। তিনি কয়ারের ভঙ্গিতে 'শ্রমিকের গান' পরিবেশন করেন। গানটির কয়েকটি পংক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে–"ওরে ধ্বংসপথের যাত্রীদল/ ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল।।/ আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই/ পায়ের সুখে ভাঙব চল।" এই গানটি সম্পর্কে ড. অরুণকুমার বসু তাঁর 'নজরুল-জীবনী'-তে যথার্থই বলেছেন, "রাজনৈতিক মঞ্চে রাজনৈতিক সংগীত সংঘবদ্ধভাবে পরিবেশন করার এই রীতি সম্ভবত নজরুলেরই প্রবর্তনা।" তিনি আরও লিখেছেন, "শ্রমিকশক্তির রাজনৈতিক তাৎপর্য গানের ভাষায় অর্থবহ করে তোলা হয়েছে। সেখানেই এ গানের গুরুত্ব।" শুধু কৃষক বা হাতুড়ি পেটানো শাবল ধরা শ্রমিকের দল নয়, মৎস্যজীবীদের সম্মেলনেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। আবার শুধু অংশগ্রহণ করাই নয়, নতুন রচিত গানে সুর দিয়ে সেই গান গেয়ে সম্মেলনের সূচনা করেছেন। এই সম্মেলনটি হয় ১৯২৬-এর মার্চ মাসের ১১ ও ১২ তারিখে ফরিদপুরের মাদারীপুরে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে 'নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মেলন'-এর উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে নজরুল গাইলেন–

"আমরা নীচে পড়ে রইব না আর/ শোন রে ও ভাই জেলে/ এবার উঠব রে সব ঠেলে।/ ওই বিশ্বসভায় উঠল সবাই রে/ ওই মুঠে-মজুর-জেলে।/ এবার উঠব রে সব ঠেলে।।/ ও ভাই আমরা জলে জাল ফেলে রই/ হোথা ডাঙার পরে/ আজ জাল ফেলেছে জালিম যত/ জমিদারের চরে।" এত বড় বৃত্তিজীবী সমাবেশ ও এত কবি-শিল্পীর আগমন এর আগে এদেশে দেখা যায়নি।। নজরুলের আগে কোন প্রতিষ্ঠিত কবি এমন করে জেলে-ধীবর-মৎস্যজীবীদের নিয়ে গান রচনা করে পরিবেশন করেন নি। এই গানের জন্য অনেকেই নজরুলকে অভিনন্দন জানান। ১৩৩২ এর ১১ চৈত্র লাঙলের সংবাদ থেকে জানা যায় সেদিনের সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গুহ রায় তাঁর ভাষণে বলেন, "বাঙালির অগ্নিমন্ত্রের উপাসক, তরুণ প্রাণের অরুণ আলোক-বিজ্ঞান, অগ্নিবীণার শক্তিবাদক শ্রীমান নজরুল ইসলামকে সানন্দে ভ্রাতার আদরে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া ধন্য হইতেছে।" এই প্রাপ্য খুব কম লেখকের ভাগ্যে ঘটে। এইজন্যই নজরুল সাধারণ হয়ে, সাধারণ মানুষের কথা বলে অসাধারণ হয়ে উঠেছেন।

যুক্তরাজ্যের নির্বাচনী হিসাব-নিকাশ

রিনভী তুষার

প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক অনেকটা আচমকাই ২২ মে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছেন। ৪ জুলাই মানে আর ছয় সপ্তাহ পরেই যুক্তরাজ্যে সাধারণ নির্বাচন। অন্যবারের মতো এবারের নির্বাচনও বৃহস্পতিবারই অনুষ্ঠিত হবে। তবে সময়ের বিবেচনায় জুলাই মাস স্কটল্যান্ড ও নর্দান আয়ারল্যান্ডের মানুষের ভোট দেওয়ার জন্য উপযুক্ত নয়। কারণ, তখন সেখানে স্কুল বন্ধ থাকে। অনেকেই সেই সুযোগে ঘুরতে এদিক-সেদিক চলে যান।

প্রধানমন্ত্রী ঋষি এমন সময়ে নির্বাচনের ডাক দিয়েছেন যখন জরিপ বলছে, তাঁর দল কনজারভেটিভ পার্টি বিরোধী লেবার পার্টির চাইতে প্রায় ২০ পয়েন্টে পিছিয়ে আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে প্রয়োজন ৩২৬ আসনের। সেখানে গার্ডিয়ান-এ প্রকাশিত জরিপ বলছে, লেবার পার্টি অন্তত ৪৭২ টি আসন পাবে। ক্ষমতায় থাকা কনজারভেটিভ পার্টির পাওয়ার কথা ৮৫টির মতো আসন। লিবারেল ডেমোক্র্যাট ও স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি যথাক্রমে ৫০ ও ১৯টির মতো আসন পেতে পারে। বাকি ছোট দলগুলো মিলে পেতে পারে ২৪টির মতো আসন। যেখানে ২০১৯ সালের নির্বাচনে লেবার পেয়েছিল ২০২ টি আসন ও কনজারভেটিভ পার্টি ৩৬৫টি। লিবারেল ডেমোক্র্যাট ও স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি যথাক্রমে ১১ ও ৪৮টি আসন পায়। অন্য ছোট দলগুলো পেয়েছিল ২৩টির মতো আসন। জরিপ বলছে, ক্ষমতাসীনদের অবস্থা খারাপ। তুঘলকি কোনো কিছু না ঘটলে কনজারভেটিভ পার্টির ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা একেবারে নেই। তাহলে প্রশ্ন হলো, এখনই কেন ঋষি সুনাক নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন? আসলে আজ বা কাল এই বছরে নির্বাচনের ঘোষণা তাঁকে দিতেই হতো। তবে এই ঘোষণার পেছনে মূল কারণ হতে পারে যুক্তরাজ্যের মূল্যস্ফীতি কমে আসা। যার ফলে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খাদ্যসামগ্রীর দাম কমে এসেছে। ঋষি সুনাকের আরেক দাবি, জি-৭ দেশগুলোর ভেতর যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি সবচেয়ে ভালো করছে। যদিও এর পেছনে বর্তমান সরকারের উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো ভূমিকা নেই। এর অনেক পরিবর্তনই বাজারের স্বাভাবিক নিয়ম মেনে ঘটেছে। তবু ঋষি এ রকম আরও কিছু বড় পরিবর্তনকে পুঁজি করে আসন্ন নির্বাচনে বাজি ধরতে যাচ্ছেন। তবে লেবার পার্টির দাবি, অর্থনীতি স্থবির হয়ে আছে। সামনে বড় ধরনের পরিবর্তনের সম্ভাবনাও নেই। তা ছাড়া অবৈধ অভিবাসন বিষয়েও সরকারের তেমন কোনো সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাহলে কি ঋষি সুনাকের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, না, নেই। জেনে রাখা ভালো যে ঋষি কিন্তু যুক্তরাজ্যের সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী নন। তাঁর দলের সদস্যদের ভোটে তিনি দলীয় নেতা হয়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় এসেছিলেন। তাঁর দল প্রায় ১৪ বছর রাষ্ট্রক্ষমতায় আছে। শুরুর কয়েক বছর ছাড়া গত আট বছরে ঋষি সুনাকের দলের ভেতর কোন্দল শেষই হচ্ছে না। বরিস জনসন প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় টের পেয়েছিলেন যে ঋষি তাঁর জন্য হুমকি। তখনই গণমাধ্যমে ঋষি ও তাঁর স্ত্রীর কর ও সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর ছড়িয়ে পড়ে। ধারণা করা হয়, এর নেপথ্যে ছিলেন বরিস। পরে ঋষিও চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালনের একপর্যায়ে বরিসের ওপর থেকে নিজের সমর্থন সরিয়ে নেন এবং পদত্যাগ করেন। ফলে বরিসকে ক্ষমতা থেকে সরতে হয়।

ঋষির মতো একই কাজ বরিসও করেছিলেন থেরেসা মের সঙ্গে। ব্রেক্সিট ইস্যুতে যাঁকে ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছিল। ব্রেক্সিট ইস্যুতে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও বরিস জনসন তখন প্রধানমন্ত্রী হতে চাননি। কারণ, তিনি তাঁর দলের

অবস্থা খুব ভালো করেই জানতেন। তিনি সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। বরিস ক্ষমতায় নেই, কিন্তু তাঁর ভূত এখনো ঋষিকে তাড়া করে ফিরছে। দলে বরিসের প্রভাব এখনো বিদ্যমান। অনেকেই ঋষিকে অভিযুক্ত করেছেন এই বলে যে তিনি বরিসের পিঠে পেছন থেকে ছুরি মেরেছেন। তাঁর দল কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে আছে। বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট সংসদ সদস্য তাঁর ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছেন। গোপনে দলের দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মজার বিষয় হচ্ছে, দলের বেশির ভাগ সদস্য চাইছেন পরাজয়ের দায়ভার ঋষির ওপর চাপাতে। তাই জরিপে এত পিছিয়ে থাকার পরও বেশির ভাগ সংসদ সদস্য চাইছেন সুনাকের নেতৃত্বে নির্বাচনে লড়তে। সহজ ভাষায় হারতে। যদিও অর্থনীতির দায়িত্বে থাকা চ্যান্সেলর জেরেমি হান্ট বলেছেন, তিনি তাঁর শরীরের সব হাড় দিয়ে লড়ে হলেও ঋষিকে ক্ষমতায় রাখতে চান। কিন্তু শুধু হাড়সর্বস্ব চেষ্টায় আপাতদৃষ্টিতে কোনো কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। হাড়ের সঙ্গে রক্ত-মাংস জোড়া দিলেও হারের ব্যবধান খুব একটা কমবে বলে মনে হচ্ছে না।

আসলে গত আট বছরে অন্তর্দলীয় কোন্দল কনজারভেটিভ পার্টিকে এতটা দুর্বল করে দিয়েছে যে ব্রিটিশ জনগণ তাদের ওপর অনেকটা বিরক্ত। বিশ্বনেতারাও তা-ই। জার্মানির সাবেক চ্যান্সেলর তো বলেই ছিলেন, ব্রেক্সিট ব্রিটিশ গণতন্ত্রের চাওয়া ছিল না। ব্রেক্সিট ভঙ্গুর রাজনৈতিক দলের উচ্চাভিলাষী রাজনীতিবিদদের চাওয়ায় ঘটেছে। কারণ, ব্রেক্সিট মোকাবিলার ন্যূনতম প্রস্তুতি তখনকার সরকার ও কনজারভেটিভ পার্টির ছিল না। এ তো গেল দলের ভেতরের অবস্থা। প্রতিদ্বন্দ্বী কিয়ার স্টারমারের তুলনায় সুনাক কেমন? উত্তর হলো, ভালো না। শুধু ভালো না বললে মিথ্যা বলা হয়। বলা উচিত খুবই খারাপ। তাহলে কিয়ার স্টারমার কেমন? উত্তর হলো, উত্তম। ব্যক্তিগতভাবে কিয়ার স্টারমার খুব একটা জনপ্রিয় নন। কিন্তু লেবার পার্টির নেতা ও বিরোধী দলের প্রধান হিসেবে তিনি পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে আছেন। স্টারমার চিরাচরিত লেবার ভোটারদের মধ্যে খুব একটা জনপ্রিয় নন। কারণ, তিনি মধ্যমপন্থী। অনেকটা টনি ব্লেয়ারের মতো। তাঁর রাজনৈতিক কৌশলকে তুলনা করা হচ্ছে মিং ডাইনেস্টির সময়ে তৈরি চীনামাটির মূল্যবান সাজসামগ্রীর সঙ্গে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, স্টারমার যেন মিং ডাইনেস্টির মূল্যবান কোনো ফুলদানি হাতে চলাফেরা করছেন। খুবই সাবধানে পা ফেলছেন। যেন ফুলদানি ভেঙে না যায়।

জেরেমি করবিনের হাত থেকে দলের দায়িত্ব নেওয়ার পরমুহূর্ত থেকে স্টারমার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য যা করা দরকার করে চলছেন। কী ফিলিস্তিন, কী অভিবাসন কোনো কিছুতেই তিনি স্রোতের বিপরীতে যাননি। গোটা সময় রাজনৈতিকভাবে সঠিক থাকার চেষ্টা করেছেন। করবিনের আমলে হওয়া রাজনৈতিক ম্যানিফেস্টোর মোটামুটি সবটা বদলে ফেলেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে তাঁর দল অভূতপূর্ব সাফল্যও পেয়েছে। তবে ফুলদানির রাজনৈতিক কৌশল ব্যক্তিগতভাবে কিয়ার স্টারমারকে খুব একটা সুবিধা দিচ্ছে না। জরিপ বলছে, ২০১৪ সালে ২৭ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্রিটিশ মনে করতেন লেবার পার্টি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসের জরিপে এই হার কমে দাঁড়িয়েছে ১৭ শতাংশে। ২০১৪ সালে ৫২ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্রিটিশ মনে করতেন যুক্তরাজ্য কী ধরনের সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, লেবার পার্টি তা বুঝতে পারে। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসের জরিপে এই হার কমে দাঁড়িয়েছে ৩৯ শতাংশে। ২০১৪ সালে ৩১ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্রিটিশ মনে করতেন লেবার পার্টির নেতৃত্বে ভালো একটি দল কাজ করছে। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসের জরিপে এই হার কমে দাঁড়িয়েছে ২৪ শতাংশে। ২০১৪ সালে ৪১ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্রিটিশ মনে করতেন লেবার পার্টি সরকার পরিচালনা করতে সক্ষম। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসের জরিপে এই হার কমে দাঁড়িয়েছে ৩১ শতাংশে। এই জরিপ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ইপসসের প্রধান নির্বাহী বেন পেইজ বলেছেন, কিয়ার স্টারমারের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা খুবই কম। এতটা কম তিনি কোনো বিরোধী দলের নেতার ক্ষেত্রে এর আগে কখনোই দেখেননি। তাঁর মতে, বেশির ভাগ মানুষ আসলে ক্ষমতাসীনদের পছন্দ করছেন না। তার মানে এই নয় যে তাঁরা লেবার পার্টি ক্ষমতায় গেলে কী করবে সে বিষয়ে আগ্রহী। বিষয়টা কি এমন হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে ব্রিটিশ জনগণ ক্ষমতায় লেবার পার্টিকে চায়। কিন্তু নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কম? নাকি গত আট বছরে পাঁচ প্রধানমন্ত্রী দর্শন করা জনগণ কোনো রাজনৈতিক নেতাকেই পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না? আনুমানিক এই প্রশ্ন যতটা জটিল, উত্তর তার চেয়ে বেশি জটিল। ৪ জুলাইয়ের নির্বাচন থেকে যে উত্তর পাওয়া যাবে তাকেও চূড়ান্ত হিসেবে ধরে নেওয়ার সুযোগ এখনই থাকছে না। কারণ, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিতে যিনি পরিকল্পনা করছেন, তাঁর জনপ্রিয়তার পরি যেকোনো সময় উড়ে গিয়ে তাঁর পদ আঁকড়ে থাকার বাস্তবতাকে কল্পনায় বদলে দিতে পারে। কারণ, নির্বাচনে জয়ই এখানে শেষ কথা নয়।

রিনভী তুষার লেখক ও গবেষক

প্রথম নজর

‘আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স অফ প্যারেন্টিং’ বিষয়ে অনলাইন সেমিনার

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সম্প্রতি জামায়াতে ইসলামি হিন্দের শাখা সংগঠন চিলড্রেন ইসলামিক অর্গানাইজেশন (সিআইও) আয়োজিত ‘আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স অফ প্যারেন্টিং’ বিষয়ে অনলাইন সেমিনার হয়ে গেল। এই সেমিনারে জামায়াতে ইসলামী হিন্দের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি এস আমিনুল হাসান বলেছেন, সন্তান হল আল্লাহর দান। যে ঘরে নেককার বা ধার্মিক সন্তান থাকে, সেই ঘর জান্নাতের মতো। পিতা-মাতার ইসলামিক শৈলী হল শিশুদের জন্য বাড়ির পরিবেশ শান্ত রাখতে সচেষ্ট হওয়া, তাদের ঈমান বা বিশ্বাসকে মজবুত করা, মসজিদের সাথে তাদের সম্পর্ক গড়ে তোলা।। তাঁর মতে, শিশুদের সর্বদা খোশ মেজাজে রাখা উচিত, যা অভিভাবকদের একান্ত কর্তব্য। আমিনুল হাসান বলেন, “শিশুদের কলুষতামুক্ত ব্যক্তিত্ব, সুন্দর ও সুসংহত আচরণ এবং নৈতিকতার মানোন্নয়নের লক্ষ্যেই সিইও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদেরকে সিইও-র সংস্পর্শে আনলে তাদের জীবনে সার্বিক সাফল্য ও কামিয়াবির জন্য এখান থেকে বহুমুখী সুবিধা পেতে পারেন। সিআইও-র সর্বভারতীয় সেক্রেটারি সৈয়দ তানভীর আহমেদ, সহকারী সেক্রেটারি ডা. মোবাশেরা ফিরদৌস, কমিটির সদস্য নাসরীন শাকির ও হিনা আবদুর রব, অভিভাবক, শিক্ষক ও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বহু বিশিষ্ট লোকজন এতে অংশ নেন।

রাসবিহারী বসুর জন্মদিন পালিত বর্ধমানজুড়ে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: শুক্রবার ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি তথা আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা রাসবিহারী বসুর ১৪০ তম জন্ম জয়ন্তী পালিত হল পূর্ব বর্ধমান জুড়ে। অবিভক্ত বর্ধমানের রায়না ২ এর সুবলদহ গ্রামে ১৮৮৬ সালে ২৫ মে এই মহান বীর বিপ্লবী জন্ম গ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই দেশের জন্য মন কাঁদতো।

ভারত বর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করে রাস বিহারী বসু আর এক বীর বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। শুক্রবার ২৫ শে মে রাস বিহারী বসুর জন্মভূমিতে সুবলদহ গ্রামে মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের তরফ থেকে পালিত হয় জন্মদিন। এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন, জাতীয় ছুটি ঘোষণা করার জন্য দক্ষিণ দামোদর প্রেস ক্লাবের সম্পাদক মোল্লা শফিকুল ইসলাম দুলাল সরকারি আধিকারিকদের কাছে আগে থেকে আবেদন করে এসেছিলেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক রাম সংকর মন্ডল। পূর্ব বর্ধমানের বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা রাসবিহারী বসুকে নিয়ে গ্রন্থ রচনা করা এবং জাপানি গিয়ে রাসবিহারী বসু সম্বন্ধে খোঁজখবর করা ডক্টর রমজান আলী বলেন, জাপান সরকার তাদের দেশে রাসবিহারী বসুকে সর্বোচ্চ সম্মান জানালেও ভারত সরকার তাকে ভারত রত্ন সম্মানে সম্মানিত করেনি। অবিলম্বে ভারত সরকার মরণোত্তর ভারতরত্ন দিয়ে রাসবিহারী বসু কে সম্মান জানাক এই দাবি গোটা রাজ্যবাসীর।

রাজনৈতিক হিংসা রুখল মঙ্গলকোট থানার পুলিশ

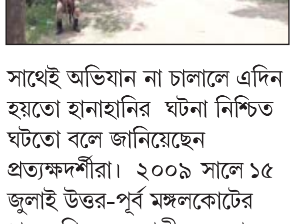

পারিজাত মোল্লা ● মঙ্গলকোট

আপনজন: শুক্রবার সকালেই সদর মঙ্গলকোট এলাকায় এক তৃণমূল অফিসের দখল - বেদখল ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য পড়ে গেল। যদিও মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ মুখোমুখি সংঘর্ষ এর আগেই বিশাল বাহিনী নিয়ে পৌঁছে যান। পরবর্তীতে কাটোয়া মহকুমা পুলিশ অফিসার কাশীনাথ মিস্ত্রি নিজে এসে পুরো ঘটনার পূঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ চালান ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে। সীমান্তবর্তী ভাতাড়-কেতুগ্রাম-কাটোয়া এমনকি বর্ধমান সদর থেকে বাহিনী আসে মঙ্গলকোটে। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাহারা বসে এই দলীয় অফিসে। যেভাবে দুশো - আড়াইশো ব্যক্তি লাঠিসোঁটা সহ রড নিয়ে মুখোমুখি চলে আসে। সেখানে মঙ্গলকোট আইসি লোকজন জড়ো হওয়ার সাথে সাথেই অভিযান না চালালে এদিন হয়তো হানাহানির ঘটনা নিশ্চিত ঘটতো বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। ২০০৯ সালে ১৫ জুলাই উত্তর-পূর্ব মঙ্গলকোটের ধান্যরুখিতে তৎকালীন কংগ্রেস বিধায়ক মানস ভুঁইয়ার জমির আলপথে সেই দৌড় টি কেউ ভুলেননি বোধহয়! রাজ্যে পালাবদলের আগে এই মঙ্গলকোটে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদে তিনজন ব্যক্তিত্ব, সিপিএমের জোনাল নেতা সহ রাজনৈতিক নেতা - জনপ্রতিনিধিরা বিভিন্ন সময়ে খুন হয়েছেন।

চিত্রকলা প্রদর্শনী

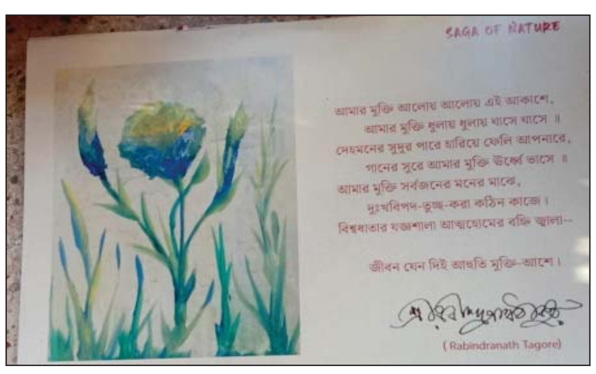

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে সুশান্ত দাসের চিত্র প্রদর্শনী চলছে কলকাতার একটি সভাঘরে। আপনজন চিত্র।

ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ে হাইকোর্টের রায় ‘মেনে নেব না’: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ে হাইকোর্টের রায় ‘মেনে নেব না’ বলে আগেই জানিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ১৫ লাখ ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালতে যাবে রাজ্য। এবার, ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিলের রায় নিয়ে সরব হলেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিচারপতিদের ‘একাংশ’কে কাজে লাগিয়ে বিজেপি এই ‘চক্রান্ত’ করেছে বলে দাবি করলেন তিনি। জয়নগরের একটি সভা থেকে শুক্রবার অভিষেক বলেন, ‘বিচারব্যবস্থার একাংশকে কাজে লাগিয়ে সংখ্যালঘু, তফসিলি ভাই-বোনদের ওবিসির স্বীকৃতি কেড়ে নিয়েছে বিজেপি। আমাদের সরকার যতদিন আছে, ওবিসিদের অধিকার কেড়ে নিতে দেব না। আপনারা সকলে নিশ্চিন্তে থাকুন।’ এই প্রসঙ্গে এসএসসির ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিলের বিষয়টিও উল্লেখ করেন। এর আগে হাইকোর্টের এসএসসি নিয়োগ সংক্রান্ত একটি রায়ের মাধ্যমে ২০১৬ সালের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিল করা হয়েছিল। সেই রায়ের উপর অর্থাৎ চাকরি বাতিলের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। অভিষেক সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলেন, ‘এঁরা প্রকৃত মেধাযুক্ত তাঁদেরও চাকরি খেয়েছিল হাইকোর্টের একাংশকে কাজে লাগিয়ে। আমরা বলেছিলাম, কারও চাকরি খেতে দেব না। আমরা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছি, এঁদের দু’গালে দুটো কষিয়ে থাপ্পড় মেরে বলেছে, কারও চাকরি খাওয়া যাবে না।’ ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়েও যাঁদের সেটি বাতিল হয়েছে, চিন্তা করার কোনও কারণ নেই, সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে এই সমস্যার সুরাহা হবে বলে এদিন আশ্বস্ত করেন তিনি। অভিষেক এদিনের বক্তৃতায় দাবি করেন, ওবিসি বা তফসিলি তালিকাভুক্তদের উপর সবথেকে বেশি অত্যাচার হয়েছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে। অভিষেক জানান, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে সবথেকে বেশি ওবিসিদের উপর অত্যাচার হয়। তাঁর কথায়, ভারতের সোশ্যাল এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড জাস্টিস দফতর রাজ্যসভায় পেশ করেছিল এই তথ্য। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী সবথেকে বেশি যে রাজ্যগুলিতে ওবিসিদের উপর অত্যাচার হয়, সেই তালিকার শীর্ষে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থান। তালিকার শীর্ষে থাকা বেশিরভাগ রাজ্যই বিজেপি শাসিত বলে দাবি করেন অভিষেক। তিনি যদি ভুল তথ্য পেশ করেন থাকেন, তাহলে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁর বিরুদ্ধে মামলাও করতে পারেন বলে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন তিনি। প্রসঙ্গত, জয়নগর কেন্দ্রে আগামী সপ্তম অর্থাৎ শেষ দফায় ভোট রয়েছে। বোনেদের বঞ্চিত হতে দেব না। উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট পূর্বের বিধায়িকা নমিতা সাহা জয়নগরের বিধায়ক জয়দেব হালদার, আই এন টি টি ইউ সির সম্পাদক শক্তিপদ মন্ডল, সভাপতি রুনা ইয়াসমিন, মগরাহাটের ব্লক সভাপতি সেলিম লস্কর, যুব নেতা বাচ্চু শেখ প্রমুখ।

ছবি: ওয়ারিশ লস্কর

শান্তিনিকেতনে অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: সাতসকালে পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো শান্তিনিকেতনে। ঘটনাস্থল বোলপুর পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ড শান্তিনিকেতন লাগুয়া গোয়ালপাড়া। শুক্রবার সকালে পচা দুর্গন্ধ ছড়াই গোয়ালপাড়া এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা গোয়ালপাড়া মদের দোকানের পাশের জঙ্গলে দেখতে পাই গাছের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় এক ব্যক্তির দেহ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছই শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্ত জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, যেহেতু মৃতদেহটি পচন ধরেছে। হলো তো পরিচয় জানা যাচ্ছে না। আত্মহত্যা নাকি অন্য কোন কারণে ! পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্তে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ।

আন্তর্জাতিক সেমিনারে নজরুলের নামাঙ্কিত সভাঘরের উদ্বোধন

এম মেহেদী সানি ● হাবড়া

আপনজন: ১২৫ তম বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম জয়ন্তীতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক সেমিনার। নজরুল চর্চা কেন্দ্র, শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ ও আইকিউএসি, আদর্শ কলেজ অফ এডুকেশনে যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ওই আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন দেশ-বিদেশের একাধিক নজরুল বিশ্লেষকরা। আলোচনা সভার শুরুতে ‘কাজী নজরুল ইসলাম সভাঘর’ উদ্বোধন এবং কাজী নজরুল ইসলামের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করেন শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয় সভাপতি তথা অশোকনগরের বিধায়ক ও উত্তর ২৪ পরগনার সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, এ সময় উপস্থিত ছিলেন নজরুল চর্চা কেন্দ্রের সভাপতি হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয় এর অধ্যক্ষ ড. শেখ কামাল উদ্দিন, শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয় এর অধ্যক্ষ ড. সুব্রত চ্যাটার্জী প্রমুখ।

আলোচনা সভার শুরুতে নজরুল গীতির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দেন নজরুল চর্চা কেন্দ্রের শিল্পীরা। এরপর উদ্বোধনী ভাষনে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের মন কাড়েন নারায়ণ গোস্বামী। কাজী নজরুল ইসলামের জীবন কাহিনি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ক্ষমতা, সম্প্রীতি ভাবনা, সমাজ চেতনা, দেশ প্রেম ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট লেখা এবং ঘটনা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন নারায়ণ। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে ইঙ্গিত করে অসাম্প্রদায়িক নজরুল ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন।

রাজনীতিকের পাশাপাশি শিল্পী হিসাবেও পরিচিত নারায়ণ গোস্বামী এ দিন নজরুল গীতি ছাড়াও বিদ্রোহী কবিতার কিছুটা অংশ আবৃত্তিও করেন।

আন্তর্জাতিক আলোচনা সভার প্রথম অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মোহিনীমোহন সরদারের সভাপতিত্বে নজরুল ইসলামের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু ঘটনা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুস সাবুর খান। এক ‘বাউন্ডুলে’র কবি হয়ে ওঠার অকথিত কাহিনী নিয়ে বক্তব্য রাখেন কলকাতা আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মীর রেজাউল করিম। কবির জীবনের শিক্ষনীয় বেশ কিছু ঘটনা তুলে ধরেন সাহিত্যিক বিনোদ ঘোষাল। আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে নজরুল চর্চা কেন্দ্রের সভাপতি ড. শেখ কামাল উদ্দিন বলেন ‘নজরুল চর্চা কেন্দ্রে নিরবিচ্ছিন্ন নজরুল চর্চা এবং নবপ্রজন্মকে নজরুল চর্চায় উৎসাহিত করে চলছে’ সেমিনারের দ্বিতীয় পর্বে উপস্থিত নজরুল গবেষকরা গবেষণা সন্দর্ভ উপস্থাপনা করেন। উপস্থিত ছিলেন ড. সোমা ভদ্র রায়, ড. স্বাগতা দাস মহান্ত, ড. পিয়ালি দে মৈত্র, ড. সাইফুল্লাহ শামীম, হাফেজ মোঃ আবু তাহির, শাহজাহান মণ্ডল প্রমুখ।

কেরলে মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ ফিরল বাসুলডাঙার বাড়িতে

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃত ওই শ্রমিকের নাম জাকির সর্দার (৪২)। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার থানার বাসুল ডাঙ্গা চাঁদা এলাকার বাসিন্দা। জাকিরের মৃত্যুতে স্বভাবতই শোকের ছায়া নেমেছে পরিবারে। তার জানাজায় বহু মানুষ মামিল হন। বুধবার শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পরিবারের কাছে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের সকলে। জানা গিয়েছে, ৪ মাস আগে কেরলের এক ঠিকাদারের অধীনে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিলেন জাকির। রবিবার কাজ সেরে ফেরার পথে উটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইলেকট্রিক পোস্টে ধাক্কা লাগে, তখন অটো ড্রাইভার সহ সকলে ছিটকে পড়ে যায়, তাদের মধ্যে গুরুতর আহত হন জাকির। মাথায় ও মুখে গুরুতর আঘাত লাগে। তার সহকর্মীরা তড়িঘড়ি জাকিরকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। গুরুতর অবস্থার অবনতি হলে আইসিইউতে রাখা হয়। বুধবার সকালে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনা প্রসঙ্গেই মৃত শ্রমিকের পরিবারের এক সদস্য হোসেন শেখ বলেন, কয়েক বছর হলো পরিবারের হাল ধরতে জাকির বিভিন্ন যায়গায় কাজে যেত। সেইররকমই এইবার ৪ থেকে ৫ মাসের জন্য কেরালাতে কাজে গিয়েছিল। লোকসভা ভোটের আগে বাড়িতে ফিরে আসব বললেও ও আর এল না। এল ওর নিথর দেহ, আজ শুক্রবার তার শেষ কৃত্য সম্পূর্ণ হলো নিজ বাড়িতে। সংসারের একমাত্র রোজগারে ছিল এই জাকির। তার একটি নাবালক ছেলে আছে। আর দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছে প্রায় ৫ বছর আগে।

বিজেপিক ভাঁওতাবাজির দল, বলল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: শুক্রবার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শাসনের দাদপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় ভাগ্যবনধুপুর বাজারে পথসভার আয়েঅজন করা হয়। বসিরহাটে তৃণমূল প্রার্থী হাজী নূরুল ইসলামের সমর্থনে আয়োজিত এই সভায় তৃণমূল নেতৃত্ব বিজেপিকে ভাঁওতাবাজির দল ও আইএসএফকে তীব্র কটাক্ষ করে। ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ বলেন শান্তিপূর্ণ এলাকায় কিছু চক্রান্তকারীরা অশান্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। কিন্তু শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়নের দল মা মাটি মানুষের দলের কর্মীরা ময়দানে থেকে অশান্তি দূর করেছে। পাশাপাশি তিনি বলেন এখান থেকে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন। জেলা পরিষদ সদস্য একেএম ফারহাদ বলেন, ভোট এলে বিজেপির কুমিরের কান্না শুরু হয়। অন্যদিকে সারাবছর মানুষের পরিষেবা দেওয়াই তৃণমূল কংগ্রেসের মুল চালিকাশক্তি। তাই নূরুল ইসলামের সমর্থনে চার নং বোতাম টিপে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে আহ্বান রাখেন ফারহাদ।

ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মনিরুল ইসলাম মনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উপস্থিতি কর্মীদের। উক্ত কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস মহিলা নেত্রী মনোয়ারা বিবি, অঞ্চল সভাপতি আমিনুল ইসলাম, স্থানীয় নেতৃত্ব ইফতিকার উদ্দিন, আছের আলী মল্লিক, মনিরুজ্জামান, মিজানুর রহমান মুন্না, তপন মুখার্জি, রবীন্দ্রনাথ, স্বপন প্রমুখ।

বাঁকুড়ায় ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে প্রস্তুতি তুঙ্গে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: রাত পোহালেই ষষ্ঠ দফার ভোট, পশ্চিমবঙ্গে আটটি কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের ভোট। সকাল থেকেই বিষ্ণুপুর কেজি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ডিসিআরসি সেন্টারে প্রস্তুতি তুঙ্গে। ধীরে ধীরে পোলিং পারসেন্টরা এসে উপস্থিত হচ্ছেন। কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে ডিসি কেন্দ্র ইভিএম বিতরণের কাজ। বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা রয়েছে যে কারণেই সাতটি বিধানসভায় সাতটি ডিসিআরসি সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলায় দুটি লোকসভা কেন্দ্র বাঁকুড়া লোকসভা ও বিষ্ণুপুর লোকসভা। এই দুইটি কেন্দ্রে মোট ১২ ডিসিআর সি সেন্টার করা হয়েছে। বাঁকুড়া লোকসভায় মোট ভোটার ১৬ লক্ষের বেশি ও বিষ্ণুপুর লোকসভাতেও ভোটার রয়েছে প্রায় ১৭ লক্ষের মতো।

কাকলিকে জয়ী করতে মরিয়া তৃণমূল নেতৃত্ব

এম মেহেদী সানি ● অশোকনগর

আপনজন: বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত অশোকনগর পৌরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদার সহস্রাধিক ভোটে জিতবেন বলে জানিয়েছেন পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও তৃণমূল নেতা সঞ্জয় রাহা।

বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের ভোট ১লা জুন শেষ মুহূর্তের প্রচার সারছেন সব রাজনৈতিক দলগুলোই।

এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত অশোকনগর পৌরসভা জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদার এর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে টক্কর দিচ্ছে তৃণমূল। নির্বাচনী পথসভা, মিছিল, পাড়া বৈঠক, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তৃণমূলের পক্ষে ভোট দেওয়ার আহবান জানাচ্ছেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও তৃণমূল নেতা সঞ্জয় রাহা জানান, ‘কাকলি ঘোষ দস্তিদার এর জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। সমস্ত মানুষ তৃণমূলকেই ভোট দেবে।’

ভোট প্রচারের ক্ষেত্রে ওয়ার্ডের উন্নয়ন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলিকে হাতিয়ার করছেন এই তৃণমূল নেতা। কাকলি ঘোষ দস্তিদারের জয়ের পাশাপাশি ওয়ার্ড থেকেও বিপুল ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী লিড পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন সঞ্জয় রাহা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

চন্ডীতলা গ্রামীণ হাসপাতালে রক্তদান শিবির

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: শুক্রবার চন্ডীতলা থানার অন্তর্গত চন্ডীতলা ব্লক টু এর চন্ডীতলা গ্রামীণ হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মীদের উদ্যোগে চন্ডীতলা গ্রামীণ হাসপাতালের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হলো স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় এই দিন চন্ডীতলা গ্রামীন হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মী পুরুষ ও মহিলা সহ মোট ২৮ জন স্বেচ্ছায় রক্ত প্রদান করেন। এই দিন হুগলি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, এছাড়া অতিরিক্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক, ও চন্ডীতলা গ্রামীণ হাসপাতালের স্বাস্থ্য আধিকারিক উপস্থিত থেকে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত বেশ কয়েক মাস যাবত রক্তের ভীষণ আকাল চলছে সেই জন্য স্বাস্থ্য কর্মীদের স্বেচ্ছায় রক্তদানের কর্মসূচি নেওয়া হয় উক্ত হাসপাতালে। স্বাগত জানিয়েছেন হুগলি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক গন। এই ক্যাম্পে স্বেচ্ছায় রক্ত প্রদান করে স্বাস্থ্য কর্মীরা ভীষণ আপ্লুত। স্বেচ্ছায় রক্ত দাতাদের একটি করে চারাগাছ ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

৩ বাংলাদেশি জলদস্যু ধৃত

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: তিন বাংলাদেশী জলদস্যু কে গ্রেফতার করে শুক্রবার আদালতে পাঠালো পুলিশ। ধৃত তিনজনের নাম ইসমাইল মোড়ল, নজরুল গাজী, দিদারুল গাজী। ধৃতদের বাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার কৈখালি ও জয়াখালি গ্রামে। ধৃতদের কে সুন্দরবনের হরিণখালি জঙ্গল থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আর কোন বাংলাদেশী সুন্দরবন জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে কি না সে বিষয়ে বনদফতর ও পুলিশ যৌথ অভিযানে সামিল রয়েছেন।

উল্লেখ্য গত ১৮ মে গভীর রাতের অন্ধকারে বাংলাদেশী জলদস্যুদের সঙ্গে বনদপ্তরের গুলির লড়াই শুরু হয়েছিল। ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন বনদপ্তরের অফিসার অমলেন্দু হালদার(৫৮)। এই খুনের ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া জলদস্যুরা জড়িত রয়েছে কি না সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে বনদফতর ও পুলিশ।

মালদায় নয়া ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদহ

আপনজন: মালদার স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাক্তার সূর্যকান্ত ত্রিপাঠীর গড়া সুষমা ত্রিপাঠী মেমোরিয়াল নারসিংহোমের আর ইউনিট এলিট ডায়াগনস্টিক সেন্টারের উদ্ধোধন হল মালদায়। এদিনের আনুষ্ঠানিক উদ্ধোধনে উপস্থিত ছিলেন, প্রখ্যাত চিকিৎসক ডা সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী, ইংরেজবাজার পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান দুলাল সরকার (বাবলা), কাউন্সিলার গৌতম দাস, কাউন্সিলার পূজা দাস, চিকিৎসক প্রশান্ত রয়, চিকিৎসক পিকে সাহা, চিকিৎসক শিখা আগারওয়ালা ছাড়াও বিশেষ ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন। কালিয়াচকের বালিয়াডাঙ্গা, সুজাপুর বিশুমোড়, মালদা শহরে ভিজন ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার চালু হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত জাভিকে বরখাস্তই করল বার্সা

আপনজন ডেস্ক: নাটকই বটে! একবার জাভি নিজে থেকে চাকরি ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, মৌসুম শেষে বিদায় জানাবেন বার্সাকে। আরেকবার তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে বার্সেলোনা কর্তৃপক্ষ!
জানুয়ারির শেষ দিকে ব্যর্থতার দায় নিয়ে বার্সেলোনার দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন জাভি। তাঁকে সেই অবস্থান থেকে নিজের প্রচেষ্টায় সরিয়ে আনেন বার্সেলোনার সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা। কিছুদিন আগে দুজনে যৌথ সংবাদ সম্মেলন করে নতুন সিদ্ধান্তের কথা জানান। কিন্তু এরপর বার্সার বোর্ডের বিরাগভাজন হয়ে এবার বরখাস্ত হলেন জাভি। আজ জাভিকে বরখাস্ত করে তাঁর জায়গায় জার্মান কোচ হানসি ফ্লিককে দায়িত্ব দেওয়ার গুঞ্জন শোনা যায়। ফ্লিকের বিষয়টি নিশ্চিত না করলেও বার্সেলোনা জাভিকে বরখাস্ত করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে। বার্সার হয়ে কোচ হিসেবে একটি লা লিগা এবং একটি সুপার কাপের শিরোপা জিতেছেন জাভি। বার্সেলোনা তাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছে, দুই পক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে ২০২৪-২৫ মৌসুমে জাভির আর কোচ হিসেবে না থাকার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। এই বৈঠকে জাভি ছাড়াও বার্সেলোনার গুরুত্বপূর্ণ কর্তাব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন।
বিবৃতিতে বলা হয়, 'বার্সেলোনা জাভিকে কোচ হিসেবে তাঁর কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে। পাশাপাশি খেলোয়াড় এবং অধিনায়ক হিসেবে অনবদ্য ক্যারিয়ারের জন্যও তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। ভবিষ্যতে ভালো কিছুর জন্য জাভির জন্য শুভকামনা রইল।' আগামী রোববার সেভিয়ার বিপক্ষে শেষ লিগ ম্যাচে জাভি শেষবারের মতো বার্সার ডাগআউটে দাঁড়াবেন বলে জানানো হয়েছে বিবৃতিতে। এ ছাড়া আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বার্সেলোনার নতুন কোচের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণার কথাও বলেছে ক্যাম্প ন্যুয়ের ক্লাবটি। জানুয়ারি মাসে অল্প সময়ের মধ্যে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপা হারানোর পাশাপাশি কোপা দেল রে থেকেও বিদায় নেয় বার্সা। লা লিগায়ও সেই সময় বাজে অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তারা। ২১ ম্যাচ শেষে শীর্ষে থাকা রিয়ালের চেয়ে ১০ পয়েন্টে পিছিয়ে ছিল জাভির দল। এমন পরিস্থিতিতে ভিয়ারিয়ালের কাছে ৫-৩ গোলে হারার পরই জাভি ঘোষণা দিয়েছিলেন, মৌসুম শেষে বিদায় নেবেন ক্যাম্প ন্যু থেকে। সে সময় চাকির ছাড়ার ঘোষণায় জাভি বলেছিলেন, 'আমি ৩০ জুন চলে যাচ্ছি। সভাপতি এবং স্টাফদের সঙ্গে মিলেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একজন বার্সেলোনা-সমর্থক হিসেবে ক্লাবের ভালোর জন্যই আমার এই সিদ্ধান্ত। আমার মনে হয়, ক্লাবের সবদিক দিয়েই পরিবর্তন দরকার। কেউ আমাকে বলেছিল, বার্সার স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন হতে। কিন্তু এটা অসম্ভব। বার্সায় এটা কখনো হবে না।' কিন্তু জাভির বিদায় ঘোষণা যেন বদলে দেয় বার্সাকে। এরপর টানা কিছু ম্যাচ জেতে কাতালান ক্লাবটি এবং চ্যাম্পিয়নস লিগেও দারুণ পারফরম্যান্স দেখিয়ে শেষ আটে ওঠে। এর মধ্যে জাভির থেকে যাওয়া নিয়ে বেশি কিছু খবর সামনে আসে। এপ্রিলের শেষ দিকে 'বার্সায় অপূর্ণ কাজ শেষ করে যাওয়ার' কথা বলে নিজের সিদ্ধান্ত বদলের কথা জানিয়েছিলেন জাভি। কিন্তু নাটকের শেষ সেখানেই হয়নি। বার্সেলোনার আর্থিক সমস্যা এবং মনের মতো দল গঠন করার জন্য সেটা একটা বড় বাধা নিয়ে কথা বলায় বার্সার বোর্ড কর্মকর্তারা চটে যান জাভির ওপর। তাঁরা লাপোর্তাকে চাপ দিতে থাকেন, জাভিকে যেন ছাঁটাই করা হয়। অবশেষে সেটাই হয়েছে।

ভারতের কোচ হতে প্রাক্তন কোনো অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারকে বলা হয়নি: বিসিসিআই সেক্রেটারি

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার কোনো সাবেক ক্রিকেটারের সঙ্গে ভারত দলের প্রধান কোচ হওয়ার ব্যাপারে যোগাযোগ করা হয়নি বলে জানিয়েছেন দেশটির ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সেক্রেটারি জয় শাহ। সম্প্রতি রিকি পন্টিং ও জাস্টিন ল্যাঙ্গার এ ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে আলোচনার কথা জানান। রাহুল দ্রাবিড়ের উত্তরসূরি একজন ভারতীয় হবেন বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আর চুক্তি নবায়ন করবেন না বলে বিসিসিআইকে জানিয়ে দিয়েছেন দ্রাবিড়। এরপর প্রধান কোচ চেয়ে বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয়েছে। স্টিভেন ফ্লেমিং, পন্টিং, ল্যাঙ্গারের সঙ্গে আলোচনায় আছে গৌতম গম্ভীরের নামও। সম্প্রতি পন্টিং ও ল্যাঙ্গার বলেছেন, তারা ভারতের কোচ হওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করছেন না। তবে তাঁদের সে দাবিকে একটি বিবৃতিতে নাকচ করে দিয়েছেন জয়, এমন জানিয়েছে ভারতের সংবাদ সংস্থা পিটিআই। তিনি বলেছেন, 'আমি বা বিসিসিআই সাবেক কোনো অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারের সঙ্গে কোচিংয়ের প্রস্তাব নিয়ে কোনো যোগাযোগ করিনি। কিছু সংবাদমাধ্যমে যেসব প্রতিবেদন ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেগুলো সম্পূর্ণ ভুল।' পন্টিং সম্প্রতি আইসিসি রিভিউ অনুষ্ঠানে বলেন, 'আমি এমন অনেক সংবাদ দেখেছি। সাধারণত এমন কিছু আপনি জানার আগেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলে আসে। তবে আইপিএলে কিছু মুখোমুখি আলোচনা হয়েছে। আমি আগ্রহী কি না, সেটি জানার পর্যায়েই ছিল এসব।' এ ব্যাপারে নিজের ছেলেকে জানানোর পর সেও বেশ আগ্রহ নিয়ে বাবাকে দায়িত্বটি নিতে বলেছিল বলেও জানান তবে পন্টিং। তবে আপাতত তাঁর নির্দিষ্ট জীবনযাপনের ধরনের সঙ্গে খাপ খাবে না বলে এ দায়িত্ব নিতে আগ্রহী নন আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রধান কোচ। অন্যদিকে লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টসের প্রধান কোচ ল্যাঙ্গার বলেছেন, এ মুহূর্তে এ চাকরি তাঁর জন্য নয়। এ ক্ষেত্রে লোকেশ রাহুলের পরামর্শও তাঁর কাজে লেগেছে বলে জানান অস্ট্রেলিয়ার সাবেক কোচ, 'আমি কেএল রাহুলের সঙ্গে কথা বলছিলাম, আর সে বলল, "যদি তুমি ভেবে থাকো আইপিএল দলে চাপ ও রাজনীতি আছে, তাহলে সেটিকে হাজার দিয়ে গুণ করো। (সেটিই) ভারতকে কোচিং করানো। আমার মনে হয় ভালো পরামর্শ ছিল এটা।"'
তবে জয় কার্যত সে সব অস্বীকার করে বলেছেন, 'আমাদের জাতীয় দলের জন্য সঠিক কোচ খুঁজে পাওয়াটা একটি সতর্ক ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া। আমরা এমন ব্যক্তির ওপর নজর রাখছি, যে ভারতীয় ক্রিকেট কাঠামো সম্বন্ধে গভীর ধারণা রাখে এবং এ কাঠামোর ভেতর দিয়ে উঠে এসেছে।'
সে জন্য ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে বলেও জানিয়েছেন বিসিসিআই সেক্রেটারি। তাঁর মতে, এটি ভারত দলকে সত্যিকার অর্থে পরের ধাপে নিয়ে যাবে। ভারতের ক্রিকেট কোচের পদকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বলেও মনে করেন তিনি, 'আমরা যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কথা বলছি, তখন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কোনো পদ নেই। ভারত দলের বৈশ্বিকভাবে সবচেয়ে বড় সমর্থকগোষ্ঠী আছে, অতুলনীয় সমর্থন পায়। আমাদের ইতিহাস, আবেগের কারণে এটি বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ চাকরি।'

অবশেষে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দল ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: অবশেষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের ১৫ সদস্যের এই দলে নেই কোনো চমক। যথারীতি বাবর আজমের নেতৃত্বেই বিশ্বকাপ খেলবে পাকিস্তান। দলে আছেন অবসর ভেঙে ফেরা মোহাম্মদ আমির ও ইমাদ ওয়াসিম।
এর আগে ২ মে আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ১৮ সদস্যের দল ঘোষণা করেছিল পাকিস্তান। এক বিজ্ঞপ্তিতে পিসিবি তখন জানিয়েছিল, এই ১৮ জন থেকে ৩ জন কমিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড সাজানো হবে।
১৮ সদস্যের দল থেকে বাদ পড়া তিনজন হাসান আলী, মোহাম্মদ ইরফান ও আগা সালমান। এর মধ্যে হাসানকে গত ২২ মে দল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
সাইম আইয়ুব, আব্বাস আফ্রিদি, উসমান খান, আজম খান, আবরার আহমেদ-এই পাঁচজন এবার প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন। ২০১৬ সালের পর আমির এই প্রথম আবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবেন। ইমাদ সর্বশেষ খেলেছেন ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। দলের বাকি ৮ জন সর্বশেষ ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলেও ছিলেন।
বিশ্বকাপে পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচ ৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। 'এ' গ্রুপে পাকিস্তানের অন্য তিন প্রতিপক্ষ ভারত, কানাডা ও আয়ারল্যান্ড।
পাকিস্তানের বিশ্বকাপ দল
বাবর আজম (অধিনায়ক), মোহাম্মদ রিজওয়ান, সাইম আইয়ুব, ফখর জামান, ইফতিখার আহমেদ, উসমান খান, আজম খান, শাদাব খান, ইমাদ ওয়াসিম, শাহিন শাহ আফ্রিদি, মোহাম্মদ আমির, নাসিম শাহ, হারিস রউফ, আব্বাস আফ্রিদি, আবরার আহমেদ।

ফ্রেন্ডশিপ কাপ ক্রিকেটের ফাইনালে উঠল ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের অন্ডাল রেলওয়ে মাঠে অনুষ্ঠিত অনুর্ধ ১৫ অল বেঙ্গল ফ্রেন্ডশিপ কাপ ক্রিকেটের ফাইনালে উঠলো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি। দূর্গাপুর ক্রিকেট একাডেমিকে হারিয়ে বিশাল ব্যবধানে জয় পায় তারা। প্রতিযোগিতায় মোট ১৬ টি দল অংশগ্রহণে করে।
বৃহস্পতিবার(২৩ মে ২০২৫) প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ২৪৬ রানের বিশাল স্কোর খাড়া করে ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি। দুর্গাপুর ক্রিকেট একাডেমি লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়ে মাত্র ৭৬ রানে গুটিয়ে যায়।
ফলে ১৭০ রানের বিশাল জয় পায় ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি।
ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমির পক্ষে ব্যাটে হাতে ৯৮ রান করেন আকাশ লস্কর ও ৬০ রান করেন সৌম্য মন্ডল।
বল হাতে ৪ টি করে উইকেট নেন ত্রিদীব মন্ডল ও তাহাবিব লস্কর।
ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমির কোচ আবু বক্কার মোল্লা জানান, ফাইনালে জেতার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যেই মাঠে নামব আমরা। আশা চ্যাম্পিয়ন হব।

কোপার আগে কোস্টারিকা থেকে অবসর কেইলর নাভাসের

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক ফুটবল আর খেলবেন না, ঘোষণা দিয়েছেন কেইলর নাভাস। কোপা আমেরিকার আগে নাভাসের অবসরের এই ঘোষণা কোস্টারিকার জন্য বড় এক ধাক্কাই। দেশটির ইতিহাসেরই যে অন্যতম সেরা খেলোয়াড় তিনি। রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক গোলকিপার গতকাল অবসরের ঘোষণা দেন। ২০০৮ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হওয়া নাভাস কোস্টারিকার হয়ে ১১৪টি ম্যাচ খেলেছেন। দলটির হয়ে তিনটি বিশ্বকাপ খেলা নাভাস বিদায় বেলায় ধন্যবাদ জানিয়েছেন সতীর্থ আর ভক্তদের। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক ভিডিও বার্তায় নাভাস বলেছেন, 'অম্লমধুর এক অনুভূতি। জাতীয় দলে আমার ক্যারিয়ারের সমাপ্তি এখানেই।'
এখানেই থামেননি নাভাস। পিএসজি থেকে ধারের চুক্তিতে নটিংহাম ফরেস্টে খেলা ৩৭ বছর বয়সী এই গোলকিপার বলেন, 'আমার জীবনের এই অধ্যায়টা চ্যালেঞ্জে ঠাসা ছিল, অনেক হার আর জয়ের সমন্বয়। সবকিছুর ইতি হলো।' নাভাস এরপর যোগ করেন, 'হৃদয়ের ভেতরে অনেক কৃতজ্ঞতা আর চোখ সামনের দিকে রেখে আমি চলে যাচ্ছি। সব সময় আমার হৃদয়ে থাকবে আমাদের ভালোবাসার কোস্টারিকা, একটা ছোট দেশ কিন্তু বড় হৃদয়।'
রিয়ালের হয়ে তিনটি চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতা সময়ের অন্যতম সেরা এই গোলকিপার নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে সন্তুষ্টই, '১৬ বছর আগে ঈশ্বর আমাকে কোস্টারিকার গোল সামলানোর প্রথম সুযোগ দেন। দিনটি আমি কখনো ভুলব না। সেই থেকে জাতীয় দলের হয়ে প্রতিটি দিনই ছিল স্বপ্ন সত্যি হওয়ার। নিজেকে আমি অনেক বেশি ভাগ্যবান মনে করি।'

ইউরো শেষেই ফ্রান্সকে বিদায় জানাবেন জিরু

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪ ইউরো শেষে ফ্রান্স জাতীয় দল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন অলিভিয়ের জিরু। ফ্রান্সের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা জিরু নিজেই ফরাসি সংবাদমাধ্যম 'লেকিপ'কে এক সাক্ষাৎকারে নিজের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। বয়স ৩৭ বছর পেরোনো জিরু ২০১৮ সালে ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপ জিতেছেন। ফ্রান্সের জার্সিতে এখন পর্যন্ত ১৩১ ম্যাচ খেলে করেছেন ৫৭ গোল। ইউরোর পরের নিজের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারকে আর লম্বা করতে চান না এ স্ট্রাইকার। পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে সুযোগ দিতেই জাতীয় দলকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন জিরু। নিজের বিদায় নিয়ে 'লেকিপ'কে জিরু বলেছেন, 'লা ব্লুজদের হয়ে এটি আমার শেষ প্রতিযোগিতা হতে যাচ্ছে। আমি এটাকে অনেক মিস করব। আমাদের তরুণদের জন্য পথ করে দিতে হবে। পাশাপাশি এক মৌসুমে অনেক বেশি খেলা হয়ে যাচ্ছে কি না, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। আমার ভারসাম্য খুঁজে নিতে হবে।' জিরু আরও যোগ করেন, 'আমার মনে হয়, এখনো আমার হাতে দুই বছর সময় আছে। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে ফ্রান্সের হয়ে আমার ক্যারিয়ার শেষ পর্যায়ে এসেছে।' কদিন পর এসি মিলান ছেড়ে এমএলএসের ক্লাব লস অ্যাঞ্জেলেসে যোগ দিতে যাচ্ছেন জিরু।

ধোনি ফিরবেন, আশায় চেন্নাই

আপনজন ডেস্ক: পরের বছর আবার চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে ফিরবেন মহেন্দ্র সিং ধোনি, এমন আশার কথা জানিয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির প্রধান নির্বাহী কাসি বিশ্বনাথন। তবে ধোনি যে সিদ্ধান্তই নেন না কেন, সেটির প্রতি তাঁদের সম্মান থাকবে বলেও জানিয়েছেন এ কর্মকর্তা। ২০২৪ আইপিএল শুরুর আগে থেকেই প্রশ্নটি ছিল, এবারই ধোনির শেষ কি না। গতবারও ধারণা করা হচ্ছিল, আইপিএলকে বিদায় বলবেন চেন্নাই সুপার কিংসের তখনকার অধিনায়ক। তবে ফাইনাল জেতার পর তিনি জানান, সমর্থকদের জন্য হলেও আর এক মৌসুম খেলতে চান। এবার চেন্নাই বিদায় নিয়েছে প্লে-অফের আগেই। আগামী জুলাইয়ে ৪৩ পূর্ণ করতে চলা ধোনির ভবিষ্যৎ নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠছে। বিশ্বনাথন সম্প্রতি চেন্নাইয়ের ইউটিউব চ্যানেলে ধোনির অবসর প্রসঙ্গে করা এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'আমি জানি না (কবে অবসর নেবে)। এ প্রশ্নের উত্তর শুধু এমএসই (ধোনি) দিতে পারবে। আমরা সব সময়ই তার নেওয়া সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে এসেছি। এটি তার ওপরই ছেড়ে দিয়েছি।' এরপর বিশ্বনাথন যোগ করেন, 'আপনারা সবাই যেমন জানেন, সে সব সময়ই তার সিদ্ধান্ত (নিজেই) নিয়েছে এবং যথাযথ সময়ে ঘোষণাও দিয়েছে। আমরা আশা করি, সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানতে পারব। কিন্তু আমরা অনেক, অনেক আশাবাদী যে পরের বছর চেন্নাইয়ে থাকবে সে। আমার এবং সমর্থকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যাশা এটি।' গতবার ফাইনালে পুরস্কার বিতরণীতে ধোনিকে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করার সুযোগ থাকলেও এবার সেটি হয়নি। বরাবরের মতো তিনিও এ প্রসঙ্গে এখন পর্যন্ত মুখ খোলেননি। এর আগে চেন্নাই সুপার কিংসের একটি সূত্রের বরাত দিয়ে ভারতের সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছিল, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ধোনি নাকি কয়েক মাস অপেক্ষা করতে চান। এ মৌসুমে ৭৩ বল খেলে ২২০.৫৫ স্ট্রাইক রেটে ১৬১ রান করেন ধোনি, যিনি টুর্নামেন্ট শুরুর আগে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন। সে চোটের দিকেও খেয়াল রাখতে হয়েছে তাঁর। এ কারণে সুযোগ থাকার পরও ওপরের দিকে ব্যাটিং করতে দেখা যায়নি। অবশ্য পুরো মৌসুমে উইকেটকিপিংও করেছেন। অধিনায়কত্ব করার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সেটি করেননি।
২০২২ সালে চেন্নাইয়ের অধিনায়কত্ব প্রাথমিকভাবে রবীন্দ্র জাদেজাকে দেওয়া হলেও মৌসুমের মাঝপথে সরে দাঁড়ান তিনি।
এরপর আবার দায়িত্ব নেন ধোনি। এবার সে দায়িত্ব পালন করেছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়।
নিজেদের ইতিহাসে মাত্র তৃতীয়বারের মতো এবার প্লে-অফে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে চেন্নাই। এর আগে ২০২০ ও ২০২২ সালে শেষ চারে যেতে পারেনি তারা। তবে প্রতিবারই পরের মৌসুমে এসে শিরোপা জিতেছে সব মিলিয়ে আইপিএলের ৫ বারের চ্যাম্পিয়ন দলটি।

পিওলিকে বরখাস্ত করল এসি মিলান

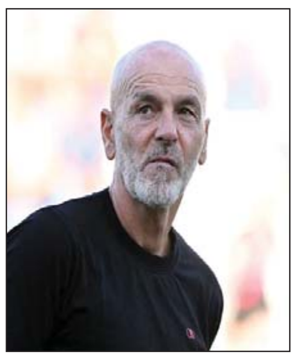

আপনজন ডেস্ক: হারানো গৌরব ফিরে পাওয়ার জন্য মরিয়াই হয়ে গিয়েছিল এসি মিলান। ২০১০-১১ মৌসুমের পর আর সিরি 'আ' জিততে পারছিল না ইতালির ক্লাবটি। শিরোপা জিততে মরিয়া এসি মিলান ২০১৯ সালে কোচ হিসেবে নিয়োগ দেয় স্তেফানো পিওলিকে। তিন বছরের মাথায় শিরোপা-খরা কাটিয়ে মিলানকে তিনি সিরি 'আ' জেতান ২০২২ সালে। কিন্তু শিরোপা জেতানোর দুই বছরের মাথায় পিওলিকে বরখাস্ত করল মিলানের ক্লাবটি। পিওলির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয়টি আজই জানিয়েছে এসি মিলান। এবারের ইতালিয়ান সিরি 'আ' মৌসুম এখনো শেষ হয়নি। লিগ শেষ হতে এক ম্যাচ বাকি আছে। তবে মিলানের দ্বিতীয় স্থানে থেকে লিগ শেষ করা নিশ্চিত। এই মুহূর্তে ৩৭ ম্যাচে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে তারা। তৃতীয় স্থানে থাকা বোলোনিয়ার পয়েন্ট সমান ম্যাচে ৬৮। এসি মিলানের দুঃখটা অবশ্য দুইয়ে বা তিনে থাকা নিয়ে নয়, এপ্রিলের ২২ তারিখ নিজেদের মাঠে তারা হেরে গিয়েছিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্টার মিলানের কাছে। সেই জয়ে শিরোপা জয় নিশ্চিত করেছিল ইন্টার। এ কারণেই হয়তো ২০২৫ সাল পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ থাকার পরও পিওলিকে বরখাস্ত করেছে এসি মিলান। তবে পিওলিকে বরখাস্ত করার বিবৃতিতে কোনো কারণ উল্লেখ করেনি এসি মিলান। সেখানে তারা শুধু খবরটিই দিয়েছে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**